পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

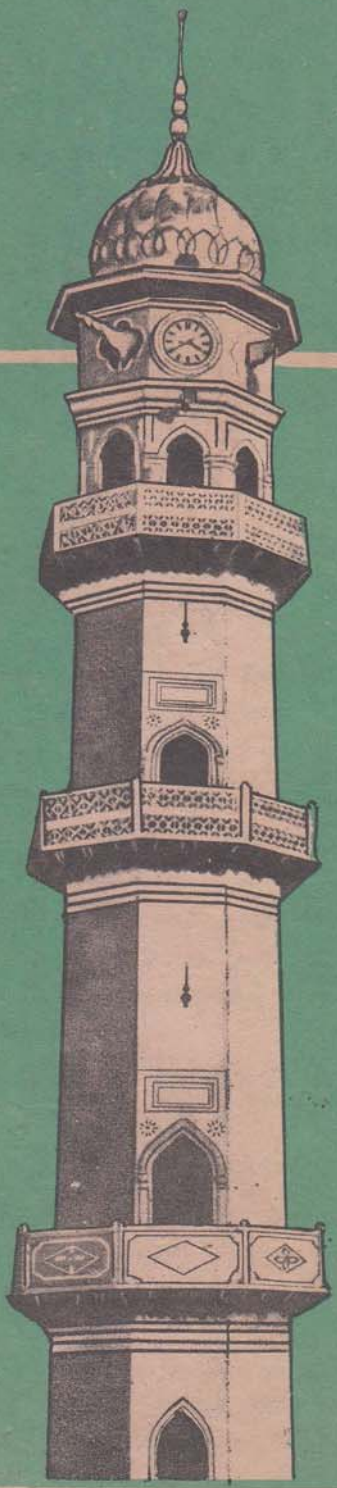

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ের ৩৯শ বর্ষ ।। ১৬শ সংখ্যা
১৮ই রবিউস সানী ১৪০৬ হিঃ ।। ১৫ই পৌষ ১৩৯২ বাংলা ।। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং
বার্ষিক চাঁদা ।। বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ | ৩৯শ বর্ষ: ১৬শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হুদ (১২শ পারা, ২য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'খেলাফত ও হুকুমত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহ্‌মদ ভূঁইয়া	৫
* আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে পবিত্র বাণী :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৮
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২২
* বন্দুক নয় কলমই শক্তিশালী :	অনুবাদ ও সংকলন : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ	২৬
* মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে পয়গাম :	জনাব চৌধুরী হামিদুল্লাহ	২৭
* সংবাদ :		২৯
* আনসারুল্লার ইজতেমার বিবরণ :		
* ডঃ সালামের ঢাকা আগমন :		
* এশিয়ান টাইমস-এ আদালতের রায় প্রকাশ :		
* দঃ আফ্রিকার সুপ্রিম কোর্টের রায় :		

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

এলান

প্রত্যেক জামাতে আসন্ন ৬৩তম সালানা জলসার চাঁদা চাহিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে। অনুগ্রহ-পূর্বক নির্ধারিত জলসার চাঁদা পাঠাইয়া অশেষ সওয়াবের ভাগী হউন এবং বেশী সংখ্যক ভাইদেরকে নিয়া জলসায় যোগদান করিয়া রূহানী ফায়দা হাসিল করুন।

এ.কে রেজাউল করিম
সেক্রেটারী জলসা কমিটি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৫ই পৌষ ১৩৯২ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং ৩১শে ফাতাহ ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা হুদ

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১০ আয়াত এবং ১১ রুকু আছে]

২য় রুকু

১২শ পারা

১০। এবং যদি আমরা মানুষকে আমাদের তরফ হইতে কোন প্রকার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর আমরা তাহার নিকট হইতে উহা হটাইয়া লই (তখন) সে নিরাশ হইয়া যায় এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

১১। এবং যদি আমরা তাহাকে কোন বিপদ স্পর্শ করার পর কোন বড় রকমের নে'মতের স্বাদ গ্রহণ করাই, সে বলে, আমার সকল কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে এবং তখন সে আত্মশ্লাঘাকারী এবং অহংকারী হইয়া পড়ে।

১২। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা সবুর করে এবং নেক আমল করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার নির্ধারিত আছে।

১৩। সুতরাং সম্ভবতঃ (কাফেরগণ তোমার সম্বন্ধে বৃথা আশা করে যে) তুমি তোমার উপর নাযেল করা কালামের কতক অংশ (লোকদের মধ্যে প্রচারের পরিবর্তে) ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে (কিন্তু তাহা কখনও হইবে না) এবং (তাহারা এই আশাও করে যে) তাহাদের এই উক্তির জন্য যে, তাহার উপর কোন খাযানা কেন নাযেল করা হয় নাই, অথবা তাহার সঙ্গে কোন ফেরেশতা কেন আসে নাই, তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হইবে ; (অতএব স্মরণ রাখ যে) তুমি কেবল সতর্ককারী ; এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে কর্মবিধায়ক।

১৪। তাহারা কি বলিতেছে, সে ইহা (অর্থাৎ এই কিতাব) মিথ্যা রচনা করিয়াছে ? তুমি (তাহাদিগকে) বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে ইহার অনুরূপ দশটি সুরা রচনা করিয়া আন, এবং (নিজেদের সাহায্যে) আল্লাহ ব্যতীত অপর যাহাকে আনিতে পার, ডাকিয়া আন।

১৫। অতএব যদি তাহারা তোমাদের এইরূপ আহবানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যে কালাম তোমার প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, উহা আল্লাহর বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত, এবং এই যে তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, অতএব তোমরা কি কামেল ফরমাবরদার হইবে কি না ?

১৬। যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য চাহে, আমরা তাহাদিগকে ইহজীবনেই তাহাদের আমলের পূর্ণ ফল দিব, এবং তাহাদিগকে (ইহার মধ্যে) কিছুমাত্র কম দেওয়া হইবে না।

১৭। ইহারাই এমন লোক যাহাদের জন্য পরকালে আগুন ব্যতীত আর কিছুই রহিবে না এবং তাহারা এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহাকিছু শিল্পজাত কাজ করিয়া থাকিবে উহা নিষ্ফল হইবে, এবং যাহা কিছু তাহারা করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে।

১৮। সুতরাং যে ব্যক্তি (অর্থাৎ আঁ-হযরত সাঃ) তাহার রাব্বের নিকট হইতে সমুজ্জল নিদর্শনের উপর কায়েম আছে এবং যাহার পরেও তাহার সত্যতা প্রমাণের জন্য তাঁহার নিকট হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে (যে তাহার অনুগত হইবে) এবং তাহার পূর্বেও মুসার কিতাব (সাক্ষী হিসাবে আসিয়া) ছিল যাহা (তাহার সমর্থন করিতেছিল এবং পূর্ববর্তী মানুষের জন্য) ইমাম ও রহমত স্বরূপ ছিল (সেকি মিথ্যা দাবীদারের ন্যায় হইতে পারে?); তাহারা (অর্থাৎ মুসার প্রকৃত অনুগামীগণ একদিন নিশ্চয়) ইহাতে ঈমান আনিবে; এবং এই (বিরুদ্ধবাদী) দলগুলি হইতে যাহারা অস্বীকার করিতে থাকিবে, আগুনই তাহাদের প্রতিশ্রুত ঠিকানা হইবে; সুতরাং তুমি (হে পাঠক) বিষয়ে সন্দিহান হইও না; নিশ্চয় ইহা তোমার রাব্বের তরফ হইতে (সমাগত) সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না।

১৯। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করে, তাহা অপেক্ষা বড় যালেম কে? তাহাদিগকে তাহাদের রাব্বের নিকট উপস্থিত করা হইবে, এবং সকল সাক্ষী বলিবে ইহারাই আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে; সুতরাং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় যালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

২০। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা লোকদিগকে আল্লাহর পথ হইতে রুখিয়া রাখে। এবং ইহাতে বক্রতা সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে পরকালের উপর সর্বাপেক্ষা বেশী অবিশ্বাসী।

২১। তাহারা যমীনে (আল্লাহর জমাআতকে) কখনও দুর্বল করিতে পারিবে না, এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বন্ধু নাই; তাহাদের জন্য দ্বিগুন আযাব আছে (ইহকালে এবং পরকালেও); তাহারা কিছু শুনিতেও পারে না এবং দেখিতেও পারে না।

২২। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজেদের জানকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং যে (উদ্দেশ্য হাসিলের) জন্য তাহার নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা তাহাদের হস্তচ্যুত হইবে।

২৩। নিঃসন্দেহে তাহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২৪। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, এবং তাহাদের রাব্বের প্রতি বিনত হইয়াছে, তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকিবে।

২৫। এই দুই দলের অবস্থা এক অন্ধও এক বধির এবং এক চক্ষুষ্মান ও এক শ্রবণক্ষম ব্যক্তির ন্যায়; এই দুই (দল)-এর অবস্থা কি সমান? তবুও কি তোমরা বুঝিবে না? (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

খেলাফত ও হুকুমত

৩৭০। ইবনে শাহাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "আমাকে আবু সালামাহ অবহিত করিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেন যে, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতের খবর শুনিয়া 'সুনহ' নামক মহল্লাস্থ তাঁহার বাসভবন হইতে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাসভবনে পেঁাছিলেন। মসজিদের নিকট ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া কাহারো সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া তিনি (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-র 'হুজরায়' (প্রকোষ্ঠে) গমন করেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক কাপড়ে ঢাকা ছিল। তিনি চেহারা মুবারক হইতে কাপড় উঠাইয়া নত হইয়া চুম্বন দিলেন এবং কাঁদিয়া বলিলেনঃ 'আমার মাতা-পিতা আপনার (সাঃ) জন্য উৎসর্গ যাউন। খোদার কসম, আপনার (সাঃ) জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত হইতে পারে না। হযরত আবদুল্লহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ "যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে হযরত উমর (রাযিঃ) লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তিনি বলিলেনঃ 'উমর, বসুন। কিন্তু হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, না। তবু লোকে হযরত উমর (রাযিঃ)-কে ছাড়িয়া হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-র দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন। "হামদ ও সানা"—আল্লাহতায়ালার প্রশংসা ও স্তুতির পর বলিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইবাদত করিত তাহার জানা উচিৎ তিনি ত পরলোক গমন করিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ইবাদত করিত তাহার স্মরণ রাখা কর্তব্য, আল্লাহতায়ালা জীবিত, তিনি মরেন না। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং কুরআন, করিমে বলেন, 'মুহাম্মদ (সাঃ) ও আল্লাহর রাসুল এবং তাঁহার পূর্বে যত রসুল হইয়াছেন, তাহারা সকলেই পরলোক গমন করিয়াছেন।" সুতরাং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরলোক গমনে আশ্চর্যের কি আছে? এই সম্পূর্ণ আয়াতটি তিনি পাঠ করিলেন। রেওয়ায়েতকারী বলেন যে, যখন তিনি ঐ আয়াত তেলাওত করিতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল যেন লোকগণ আজই এই আয়াত জানিতে পারিল। অতঃপর, প্রত্যেকের মুখে এই আয়াত ছিল। তাহারা ইহা পাঠ করিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। বস্তুতঃ তাহারা সুনিশ্চিত প্রত্যয় করিতে লাগিল যে, সত্যই তাহাদের কর্তা—উভয় জগতের প্রধান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওফাত পাইয়াছেন। হযরত উমর (রাযিঃ) বলেনঃ খোদার কসম, যখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন তাহা শুনিয়া আমার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইতেছিল, আমার পা আমাকে ধারণ করিতে পারিতেছিল না। আমার পদ-যুগল কাঁপিতে লাগিল। আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। আমার প্রতীতি হইতে লাগিল যে, সত্যই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওফাত পাইয়াছেন।

['বুখারী ঃ কিতাবুল মাগাযি ; 'বাবু মার্যিন-নাবীয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া ওয়াফাতিহি, ২ঃ ৬৪০, ১ঃ ১৬ পৃঃ]

৩৭১। হযরত ইবাদাহ বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের দীক্ষা (বয়াত) লওয়ার সময় প্রতীজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন যে, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতায়, সুখে-দুঃখে সর্ববিস্থায় আমরা তাঁহার (সাঃ) আদেশ পালন করিব, সদা অনুগত থাকিব এবং আজ্ঞানুবর্তিতা করিব, অন্যদেরকে আমাদের চোখে অগ্রগণ্য করা হইলেও তথাপি আমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব না, যাঁহারা কাজের যোগ্য এবং ক্ষমতাবান, তাহাদের আমরা মুকাবিলা করিব না, এই ছাড়া যে খুলাখুলি কুফর দেখিতে পাই এবং আমাদের নিকট আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় এবং আমরা আল্লাহতায়ালা সম্পর্কে কোনো ভর্ৎসনার পরওয়া করিব না।'

[মুসলিম, 'কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ওজুবে তা'য়াতেল উমরায়ে পৃঃ ১০২]

(অবশিষ্টাংশ খোৎবার শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

জামাতের সর্বত্র মসজিদ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত হইয়া মসজিদে বাজামাত নামায আদায় করা উচিত।

"বর্ত্তমানে আমাদের জামাতের সর্বত্র মসজিদ থাকা একান্ত প্রয়োজন। মসজিদ খোদার গৃহ হইয়া থাকে। যে গ্রামে বা শহরে আমাদের জামাতের মসজিদ কায়েম হইয়াছে, বুঝিবে যে, জামাতের উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হইল। যদি এরূপ কোন গ্রাম অথবা শহর থাকে, যেখানে মুসলমানের সংখ্যা কম থাকে অথবা মোটেই না থাকে, সেখানেও ইসলামের উন্নতির উদ্দেশ্যে- একটি মসজিদ নির্মাণ করা উচিত। অতঃপর খোদাতায়ালা স্বয়ং মুসলমানদিগকে আকর্ষণ করিবেন, কিন্তু মসজিদ স্থাপনের নিয়ত খাঁটি হইতে হইবে—একমাত্র আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে এই কাজ করা উচিত, প্রবৃত্তি সূচক বাসনা-কামনা বা অন্য কোন স্বার্থের বা অসৎ উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ যেন না থাকে। তাহা হইলে খোদাতায়ালা উহাতে বরকত দান করিবেন।

ইহা জরুরী নহে যে মসজিদ অলঙ্কৃত এবং পাকা ইমারতই হইতে হইবে। বরং শুধু জমি নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত এবং সেখানে মসজিদের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত এবং বাঁস অথবা অন্য কোনকিছুর দ্বারা একটা আচ্ছাদন—ছাদ বা চাল ইত্যাদি করিয়া দেওয়া উচিত যেন বৃষ্টি ইত্যাদি হইতে নিরাপদ থাকে। খোদাতায়ালা বানোয়াট ও আড়ম্বর পছন্দ করেন না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মসজিদ মাত্র কয়েকটি খেজুড় পাতা দ্বারা তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং ঐরূপেই চলিয়া আসিতেছিল। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ)—যেহেতু তাঁহার ইমারত নির্মাণের আগ্রহ বা ঝোঁক ছিল—তাঁহার খেলাফতকালে উহাকে পাকা করিয়া নির্মাণ করান। আমার মনে একথার উদয় হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) উভয়ের নামের ছন্দে যেমন খুব মিল আছে, তেমনি যেন সেই সমঞ্জসোর কারণেই তাঁহাদের এ সকল বিষয়ের প্রতিও ঝোঁক ছিল। মোট কথা, জামাতের নিজস্ব মসজিদ হওয়া উচিত। সেখানে যেন আমাদের জামাতের কোন ইমাম নিযুক্ত থাকেন ও ওয়াজ ইত্যাদিও করেন, এবং জামাতের লোকজনের উচিত সকলে সম্মিলিত হইয়া মসজিদে বাজামাত নামাজ আদায় করেন। জামাত এবং ঐক্যের মধ্যে বড়ই বরকত নিহিত আছে। বিচ্ছিন্নতায় অনৈক্য ও পারস্পরিক শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এখন সেই সময় উপস্থিত, যখন ঐক্য এবং সংহতির উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যকীয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে উপেক্ষা করা উচিত, কেননা উহা অনৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণ ঘটায়।"

(মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১১৯)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৬ই সেপ্টেম্বর '৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আল-কাহাফের শেষাংশের ১০৮ নম্বর আয়াত হইতে ১১১ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :—

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت
كانت لهم جنت الفردوس نزلا ٥ خلدين
فيها لا يبغون عنها حولا ٥ قل لو كان
البحر مدادا لكلمت ربى لنفد البحر
قبل ان تنفد كلمت ربى ولو جئنا بمثله
مددا ٥ قل انما انا بشر مثلكم يوحى
الى انما الهكم اله واحد ج فمن كان
يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ٥

(অর্থাৎ :—"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা নেক (এবং সময়োপযোগী) আমল করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান নিশ্চিতরূপে ফেরদাউস নামক জান্নাতে হইবে। তাহারা উহাতে বাস করিতে থাকিবে (এবং) উহা হইতে পৃথক হইতে চাহিবে না। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও (যে) যদি (প্রত্যেকটি) সমুদ্র আমার রবের কথা (লিপিবদ্ধ) করার জন্য কালি হইয়া যাইত তাহাহইলে আমার রাবের কথা শেষ হওয়ার পূর্বে (প্রত্যেকটি) সমুদ্রের (পানি) শেষ হইয়া যাইত, এমন কি যদি (উহাকে) বৃদ্ধি করার জন্য আমি (আরও) তত্তপরিমাণ (পানি সমুদ্রে) ঢালিয়া দিতাম। তুমি (তাহাদিগকে) বল (যে) আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ। (পার্থক্য কেবল এই যে) আমার নিকট (এই) ঐহী (নাযেল) করা হয় যে তোমাদের মাবুদ একজনই (প্রকৃত) মাবুদ। অতএব যে ব্যক্তি তাহার রাবের সহিত মিলিত হওয়ার আশা রাখে তাহার উচিত যে, সে যেন নেক (এবং সময়পোযোগী) কাজ করে এবং তাহার রাবের ইবাদতে অন্য কাহাকেও অংশীদার না করে"—অনুবাদক)।

অতঃপর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :—

কোরআন করীমের যে আয়াতগুলি আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, ঐগুলি সুরা কাহাফ হইতে নেওয়া হইয়াছে এবং এগুলি সুরা কাহাফের শেষের কয়েকটি আয়াত। এই আয়াত গুলির মধ্যে তিনটি আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটির সহিত অন্যটির কোন বাহ্যিক সম্পর্ক দৃষ্টি-গোচর হয়না। ভাসাভাসা দৃষ্টিতে যাহারা দেখে তাহারা মনে করে যে, প্রত্যেকটি আয়াতে একটি ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে, যদিও ইহারা একটি নিরবচ্ছিন্ন বিষয়বস্তু এবং একটির সহিত অন্যটির গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রথম আয়াতে মোমেনদের কথা বলা হইয়াছে যে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সময়োপযোগী সৎ কাজ করিয়াছে كانت لهم جنت الفردوس نزلا তাহাদিগকে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে মেহমান-নেওয়াজীস্বরূপ জান্নাতুল ফেরদাউস দান করা হইবে। خلدين فيها لا يبغون عنها حولا তাহারা চিরকাল উহাতে থাকিবে এবং কখনো উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। অর্থাৎ يبغون عنها এর অর্থ কেবলমাত্র দৈহিকভাবে পৃথক হওয়া নয়, বরং ইহার অর্থ এই যে, তাহারা কখনো অবসাদগ্রস্ত হইবেনা, এই কখনো তাহাদের পেট ভরিবেনা এবং উহাতে তাহাদের দৃষ্টির আনন্দও কখনো পরিপূর্ণ হইবেনা। উহাতে সদা সর্বদা তাহাদের জন্য স্বাদের উপকরণ থাকিবে। ঐ জান্নাতে তাহারা আকড়াইয়া থাকিবে। উহা হইতে তাহাদিগকে বহিস্কার করা হইবেনা, এবং না তাহারা উহা হইতে নিজেরা বাহির হইতে চাহিবে।

অতঃপর খোদাতায়ালা বলেন যে, قل لو كان البحر مدادا لكلمت হে মোহাম্মদ (সাঃ)। তুমি ইহা ঘোষণা কর যে, لو كان البحر مدادا لكلمت ربى যদি খোদাতায়ালার কলেমা সমুহকে (কথা সমুহকে), আমার রাবের কালামাসমুহকে লেখার জন্য সমুদ্র কালি হইয়া যাইত لنفد البحر তাহাহইলে সমুদ্র শুকাইয়া যাইত, কিন্তু قبل ان تنفد كلمت ربى আমার রাবের কলেমা—শেষ হইতনা, এমনকি যদি আমি (খোদাতায়ালা) শুষ্ক সমুদ্রগুলির সাহায্যার্থে অনুরূপ আরও সমুদ্র আনিয়া দিতাম।

আরও একটি বিষয়বস্তু রহিয়াছে। উহা হইল তৃতীয়বস্তু। قل انما انا بشر مثلكم হে মোহাম্মদ (সাঃ)! ইহাও ঘোষণা করিয়া দাও যে আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ ছিলাম। "আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ"—ইহার এই অর্থও হইতে পারে। কিন্তু বিষয়বস্তুর একটি দিক হইতে এই অনুবাদ অধিক সঠিক হইবে যে, "এই ঘোষণা করিয়া দাও যে আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষইতো ছিলাম।" يوحى الى انما الهكم اله واحد দেখ, অহী কিরূপে আমার চেহারা পাল্টাইয়া দিয়াছে? আমি তোমাদের মত মানুষদের মধ্যেই জন্ম গ্রহন করিয়াছি। কিন্তু আমি খোদার অহীর প্রতিফলনের পাত্র হইয়া গিয়াছি এবং আমি কিরূপে আজামুশ্শান মোকাম পর্যন্ত গিয়া পেঁীছিয়াছি। কিন্তু খোদাতায়ালার এই ফজল কেবলমাত্র আমার জন্যই বর্ষিত হয় নাই। ইহা যে কান ব্যক্তির জন্য একটি প্রকাশ্য আমন্ত্রণ। ইহা একটি সাধারণ আমন্ত্রণ। কিন্তু শর্ত হইল এই যে তোমাদিগকে আমার মত হইতে হইবে। যাহাকিছু আমি করিয়াছি, তোমরাও উহাই কর। কিন্তু উহা কি? فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا যদি আমাকে দেখিয়া তোমাদের হৃদয়েও আকাঙ্খা সৃষ্টি হয় যে আমরাও যদি এই উচ্চ মোকাম লাভ করিতে

পারিতাম এবং আমরাও আমাদের রবের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিতাম' তাহাহইলে তোমরাও আমলে সালেহা (সময়োযোগী সৎ কাজ) করিয়া দেখাও এবং খোদার সহিত কাহাকেও অংশীদার বানাইওনা।

এই বিষয়বস্তুটিও একটি পৃথক বিষয়বস্তু, এবং বাহ্যতঃ এই তিনটি বিষয়বস্তুর মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্ক দৃষ্টি-গোচর হয় না। কিন্তু এই তিনটি আয়াতের মধ্যে যে আয়াতটি কেন্দ্রস্থানীয় আয়াত উহার প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায় তাহাহইলে উহার ডানের ও বায়ের আয়াতের বিষয়বস্তু খুব সুস্পষ্ট-রূপে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোরআন করীম আল্লাহর কালামসমূহের কথা বলিতেছেন যে, খোদার কালেমা কখনো শেষ হইতে পারেনা। কিন্তু খৃষ্টান মতবাদ খণ্ডন করার সহিত এই সূরার অর্থাৎ সূরা কাহাফের সম্পর্ক। বিশেষতঃ ইহার প্রথম আয়াত ও ইহার শেষ আয়াত খৃষ্টান মতবাদের সহিত সম্পৃক্ত এবং খৃষ্টান মতবাদ খণ্ডন করার বিভিন্ন দিক এই আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত ঈসা আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে ,কালেমা' বা কালাম বলা হইয়াছে। কোরআন করীমেও এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে তিনি কলেমা বা 'কালাম' ছিলেন। কিন্তু কোন্ অর্থে তিনি কলেমা ছিলেন? কোরআন করীম ইহার উপর আলোকপাত করিয়াছে। খৃষ্টানেরা-তো "কালাম" শব্দটির এই অর্থ করিয়া থাকে যে, তিনি একজন একক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি খোদার খোদায়ীত্বে অংশীদার ছিলেন এবং তিনিই 'কালাম' ছিলেন এবং তিনি ব্যতীত অন্যকেহ 'কালাম' ছিলেন না।

কোরআন করীম অন্যত্র 'কালেমাতাম মিনহু' বলিয়া এই কথার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করিয়াছে যে খোদার অগনিত 'কালেমা' রহিয়াছে এবং এই সকল কালেমার মধ্যে মসীহ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামও একটি 'কালেমা' ছিলেন। কিন্তু খোদার 'কালেমা' শেষ হইবে না এবং বিভিন্ন রঙে ও বিভিন্ন অর্থে 'কালেমা' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া কোরআন করীম বলে যে, 'কালেমার, বিষয়বস্তু খুবই একটি ব্যাপক বিষয়বস্তু। প্রত্যেকটি 'কালাম' যাহা কোন নবীর উপর নাযেল হয়, উহাও 'কালেমা' হিসাবে পরিগণিত। এইরূপে প্রত্যেক নেক ব্যক্তি, যিনি আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন, যিনি দৃঢ়-চিত্ততা অবলম্বন করেন, যাঁহার শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে এবং যিনি খোদার আশীষ-প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিকতার নবনব ফল নিজেও ভক্ষন করেন এবং জগতবাসীকেও বিতরণ করেন, তাঁহাকেও 'কালেমা' বলা হইয়াছে। অতএব প্রশ্ন উঠে যে, যদি 'কালেমাকে মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হরা হয় তাহাহইলে 'কালেমা' কি একটি, না দুইটি, না তিনটি? অথবা বলা যাইতে পারে যে, কোন্ পর্যন্ত 'কালেমার' সীমা রেখা? এতদ্ব্যতীত আরোও প্রশ্ন উঠে যে, পূর্বে 'কলেমা' ছিল, কিন্তু এখন কি উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে? অথবা ভবিষ্যতেও কি উহা জারী থাকিবে? অনুরূপভাবে 'কালেমা' শব্দটি খোদার কালামের প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং উহার প্রত্যেকটি অর্থের ক্ষেত্রেও 'কালেমা' শব্দটি প্রযোজ্য।

لو كان البحر مدادا لكلمات ربي আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন করীমের কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু কোরআন করীমকেতো এক দোয়াত কালি দ্বারা না হউক, দুই অথবা তিন অথবা এক ডজন দোয়াতের কালি দ্বারা লেখা সম্ভব। তাহাহইলে এই কথা বলা যে খোদার কালামকে যদি লিখিতে শুরু কর তাহাহইলে সমুদ্র শুকাইয়া যাইবে এবং যদি আমি (খোদা) আরও সমুদ্র আনিয়া দেই উহারাও শুকাইয়া যাইবে, কিন্তু খোদার কালাম শেষ হইবে না এবং খোদার কালেমাসমূহ শেষ হইবে না। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রত্যেকটি কালেমার মধ্যে অগনিত কলেমা রহিয়াছে এবং আল্লাহতায়ালার অগনিত নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়বস্তু। যদি ইহাকে বিষয়বস্তুর দিক হইতে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহাহইলে ইহা অশেষ কলেমায় পরিণত হইয়া যায়। অতএব খোদার কালামের পরে নবীগণের সত্ত্বাকেও 'কালেমা' বলা হয়। কেবলমাত্র হযরত ঈসা আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম নহেন, বরং প্রত্যেক নবী এক একজন 'কালেমা' ছিলেন এবং খোদার সকল নেক বান্দাও 'কালেমা।'

বস্তুতঃ ان الذين امنوا وعملوا الصلحت আয়াতে যে সকল মোমেনের কথা বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করা হইবে, তাহারা চিরকাল তথায় অবস্থান করিবে তথায় তাহারা কখনো অবসাদগ্রস্ত ও শ্রান্ত হইবেনা এবং না তাহাদিগকে কখনো খোদাতায়ালার তরফ হইতে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে—তাহারাও 'কালেমা'। ইহার ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই শুভ সংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, খৃষ্টানেরাতো একটি 'কালেমা' লইয়া গর্ব করিতেছে এবং তাহারা মনে করে যে তিনি একমাত্র 'কালেমা'। আমি মসীহকে 'কালেমা' আখ্যা দিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি কালেমা সৃষ্টিকারী বানাইতেছি। তোমাদের মধ্য হইতে অসংখ্য 'কালেমা' সৃষ্টি হইবে। ঐ সকল মোমেন, যাহাদের সহিত চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা করা হইতেছে এবং যাহাদের সহিত এমন জান্নাতের ওয়াদা করা হইতেছে যাহা কখনো শেষ হইবে না, তাহারা সকলেই খোদার 'কালাম' হইবে। এই সৌভাগ্য তোমাকে দান করা হইবে। অতএব হে মোহাম্মদ (সাঃ)! এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমার রাবের 'কালেমা' শেষ হইবেনা। এত অধিক সংখ্যায় আল্লাহতায়ালা তোমাকে 'কালেমা' তৈয়্যবা' (পবিত্র কালেমা) দান করিবেন যে তাহাদের সৃষ্টি হওয়াও শেষ হইবে না এবং তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অর্থের ও ভাবের সমুদ্র নিহিত থাকিবে এবং নেকী ও তাকওয়ার (খোদাভীতির) সমুদ্র নিহিত থাকিবে। এইরূপ কেন হইবে? ইহা এইজন্য হইবে যে, হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুগমনের ফলশ্রুতিতে তাহারা এই সৌভাগ্য লাভ করিবে।

বস্তুতঃ এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তৃতীয় আয়াতে এই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কালেমা সৃষ্টিকারীতো আমি। কিন্তু আমি তোমাদের মতই মানুষ ছিলাম। আমি তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ ছিলাম। কিন্তু যখন তোমরা আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবে, যখন তোমরা আমার অনুবর্ত্তীতা করিবে এবং আমি যেইরূপে নেক আমল করিয়াছি, যদি তোমরাও অনুরূপ নেক আমল করিতে আরম্ভ কর এবং আমি যেইরূপ দৃঢ়রূপে তৌহিদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি, যদি অনুরূপ ভাবে তোমরাও তৌহিদকে আঁকড়াইয়া ধর তাহাহইলে খোদার অহী যাহা কালেমা বানাইয়া থাকে উহা অর্জনের সৌভাগ্য তোমরাও লাভ করিতে আরম্ভ করিবে। আমি এই নেয়ামতেকে কেবলমাত্র আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য আসি নাই। আমিতো এই নেয়ামতের প্রতি তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আগমন করিয়াছি যে, তোমরা আমাকে দেখ এবং তেমোদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি কর, তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি কর, তোমাদের মধ্যে আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্কস্থাপনের আকাঙ্খা সৃষ্টি কর এবং ইহার ফলশ্রুতিতে তোমরা নেক আমল কর, আমার অনুবর্ত্তীতা কর এবং আমার ন্যায় তৌহিদের অনুসারী হইয়া যাও। অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু কর। তাহাহইলে তোমরাও দেখিবে যে, খোদার 'কালেমা' অশেষ ও অসীম এবং ইহা কখনো শেষ হইতে পারে না। কালেমার একটি অর্থ ইহাও যে, খোদাতায়ালার তরফ হইতে যে নেয়ামতরাশি নাযেল হওয়ার নিয়ম রহিয়াছে, ঐ নিয়ম কখনো বন্ধ হইয়া যাইবেনা।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকেও আল্লাহতায়ালা এই যুগে এই আয়াতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ পেশ করিয়াছেন এবং হযরতে আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'পবিত্রকরণ শক্তি' এই যুগেও ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাঁহার (সাঃ) শক্তি এই যুগেও একজন কালেমা সৃষ্টিকারীর জন্ম দিয়াছে এবং কালেমার এই ধারা, যাহা বাহ্যিকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল, উহা খোদাতায়ালা আবার জারী করিয়া দিলেন। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র সংস্পর্শে আসার দরুণ আজীমুশ্শান সাহাবা সৃষ্টি হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব এক একটি কালেমার মর্যাদা রাখে। তাঁহাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব নিজেদের মধ্যে এত গভীরতা রাখে যে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এই গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারুক বা না পারুক, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অভ্যন্তরে চিরস্থায়ী এক সৌন্দর্য্য চমকাইতে থাকে। তাহারা আল্লাহতায়ালার ভালবাসার এক অসীম সমুদ্র। কিন্তু কোন কোন সময় এই ব্যাপারটা পর্দার অন্তরালে গোপনেই থাকিয়া যায় এবং জগৎবাসীর দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া যায়। যাহারা খোদাতায়ালার তরফ হইতে মনোনীত হইয়া নিজদিগকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হন তাঁহারা ব্যতীত এইরূপ অধিকাংশ ব্যক্তি নীরবেই আগমন করেন এবং নীরবেই প্রত্যাগমন করেন। তাঁহারা মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতেও পরিণত হন না। কোন কোন 'কালেমা' ব্যতীত এই সেলসেলাও অবিরাম গতিতে চলমান একটি সেলসেলা।

মোকাররম ও মোহতারম হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব পহেলা সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করিয়াছেন। আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে তিনিও আল্লাহতায়ালার কালেমা সমূহের মধ্যে অন্যতম 'কালেমা' ছিলেন এবং আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে তিনি তাকওয়ার একটি আজিমুশ্শান সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যখন আমি এই কথা বলি তখন আমি কথাটা এই অর্থে বলি যে, ইহা আমার দোওয়া। যখন খোদার মোমেন বান্দাদিগকে তাহাদের মৃত বন্ধু ও বুজুর্গানের 'জিকরে খায়ের' (অর্থাৎ তাহাদের জীবন সম্বন্ধে উত্তম আলোচনা) করিতে নির্দেশ দান করা হয় তখন উহাও ফতুয়ার রূপে নয়, বরং দোওয়ার রূপে করিতে হয়। কেননা চূড়ান্ত ফয়সালার ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, নেকী ও তাকওয়ার ফয়সালা করা একমাত্র খোদার কাজ। তিনিই আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত) এবং আলেমুল শাহাদাহ্ (দৃশ্য ও উপস্থিতসম্বন্ধে জ্ঞাত)। তিনি বলেনঃ

و لا تزكوا انفسكم هو يعلم بمن اتقى —তোমরা নিজেরা মুত্তাকী হওয়ার দাবী করিওনা এবং তোমরা তোমাদের সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্বন্ধে ফতুয়া দিওনা যে তাহারা নিশ্চিতরূপে মোত্তাকী। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে উত্তম আলোচনা কর এবং সুধারণা লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে তো কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। আল্লাহর কালাম এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্তার মধ্যে কোন বিরোধ নাই ইহার অর্থ এই যে, তোমরা তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের বুজুর্গগণ এবং তোমাদের বন্ধুগণ সম্বন্ধে সুধারণা লইয়া আলোচনা করিবে এবং তাহাদের সম্বন্ধে উত্তম কথা বলিবে। এই আলোচনা এই অর্থে করিবে যে তোমরা আল্লাহতায়ালার নিকট এই প্রত্যাশা রাখ যে, তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের আন্দাজ সত্য হইবে। যদি উহা সত্য নাও হয়, তথাপি তাহাদের জন্য তোমরা মূর্তিমান দোওয়ায় পরিণত হও এবং তাহাদের সম্বন্ধে এইভাবে আলোচনা কর যাহাতে খোদাতায়ালার রহমতের দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হয় এবং তিনি যেন তোমাদের সুধারণাকে তাহাদের জীবনে সত্য করিয়া দেখান।

অতএব যখন আমি বলি যে আমি মোহতারম হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ খান সাহেব সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি, তখন আমি ইহা একটি দোওয়ার রঙে বলি এবং

তাঁহার সম্বন্ধে আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, সেই জ্ঞানের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই কথা বলি। কিন্তু ফতুয়া দেওয়ার আমারও কোন অধিকার নাই এবং আপনাদেরও কোন অধিকার নাই। আপনারাও 'আলেমুল গায়েব ওয়াশ-শাহাদাহ্' নহেন এবং আমিও 'আলেমুল গায়েব ওয়াশ শাহাদাহ্' নই। কিন্তু যতদূর মানুষের দৃষ্টি কাজ করে, যতখানি আমি দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি, যতখানি আমি তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিয়াছি, যতদূর তাঁহার সম্বন্ধে আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি যিনি আমার জন্মের পূর্ব হইতেই মওজুদ ছিলেন এবং যিনি জীবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করিয়াছেন, আমার জ্ঞান হওয়া অবধি তাঁহার সম্বন্ধে আমি যতদূর ভাবিয়াছি, তাঁহার জ্ঞান-গরিমা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাঁহার রচিত বই-পুস্তকাদি আমি যতদূর অধ্যয়ন করিয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালার বান্দা-গণের অভিজ্ঞতা আমি যতদূর শুনিয়াছি, তাঁহার যে সমস্ত গুণাবলী সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টি হইতে গোপন ছিল, কোন কোন সময় তাঁহার এইরূপ গুণাবলী ঝাঁকুনী দিয়া দেখার সুযোগ আমার যতদূর হইয়াছে, যতদূর তাঁহার সংগে আমার চিঠি-পত্র আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটিয়াছে, যতদূর তাঁহাকে আমি এমতাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছি যখন কিনা মানুষ সাধারণতঃ সম্মুখে লজ্জা পায়, কিন্তু চিঠি লেখার সময় নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেয়— এই সবগুলির উপর ভিত্তি করিয়া আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি এবং আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসকে আমি খোদার হুজুরে একটি বিনীত আবেদন স্বরূপ পেশ করিতেছি যে, তিনি যেন আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসকে সত্য করিয়া দেখান যে ইনি (হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব) আমাদের একজন খুবই প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি কয়েকদিন পূর্বে আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত অবস্থায় রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি আল্লাহর দৃষ্টিতেও মোত্তাকী বলিয়া বিবেচিত হউন। খোদার প্রীতি ও ভালবাসার দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হউক। তিনি 'রাজিয়াতান মর্জিয়া' অবস্থায় স্বীয় রাবের হুজুরে উপস্থিত হউন!

তিনিও কোরআন করীমের একজন সত্যতা-প্রতিপন্নকারী ছিলেন। মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঐ সকল গোলামের দল, যাহারা নিজেদের স্ব-স্ব স্থানে এই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অনিবার্যরূপে কালেমা সৃষ্টিকারী ছিলেন, হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ খান সাহেব উক্ত গোলামদের-সত্যতা প্রতিপন্নকারী ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম যে 'নূর' পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর যে ফয়েজ (আশিষ) বর্ষিত হইয়াছিল, ঐগুলিও তিনি হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াস সাল্লামের রহমত ও বরকতের ফলশ্রুতিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত ফয়েজ পরিপূর্ণরূপে পান করিয়া উহা সম্মুখে জারী করার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হইয়া তিনিও 'কালেমা' সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং চৌধুরী মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ খান সাহেব (রাঃ) যে সমস্ত ফয়েজ লাভ করিয়াছিলেন, ঐগুলির মধ্যে মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সত্যতার নিদর্শন অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং এই ব্যাপারে তাঁহার উপলব্ধি সকলের চাইতে অধিক ছিল। তাঁহার উপলব্ধি-বোধ এত গভীর ছিল যে, উহা সদা সর্বদা তাঁহার স্মরণে থাকিত। আমি বিভিন্ন পদ-

মর্য্যাদায় তাঁহার সম্মন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের সহিত তাঁহার প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে এই উপলব্ধি-বোধ ছিল যে, তিনি তাঁহার চেহারা পাল্টাইয়া দিয়াছেন। এই উপলব্ধি-বোধ সদা সর্বদা তাঁহার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকিত। এই ইংল্যাণ্ডেরই একটি ঘটনা। একদা বার্মিংহামে বি,বি,সি, প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের সময় হঠাৎ প্রশ্ন করেন যে, আপনার জীবনের সব চাইতে বড় ঘটনা কি? কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা না করিয়া এবং সামান্যতম সময়ও না লইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন যে, আমার জীবনের সব চাইতে বড় ঘটনা ছিল উহা যখন আমি আমার মাতার সঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাঁহার পবিত্র চেহারার প্রতি তাকাইয়াছিলাম এবং তাঁহার হস্তে আমার হস্ত রাখিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার হস্ত কখনো আর ফিরাইয়া নেন নাই। নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তিনি তাঁহার হস্ত হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের হস্তে রাখিয়াছিলেন এবং যত গৌরবের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন, ঐ সকল গৌরব তিনি আজ্ঞানুবর্ত্তিতার ফলশ্রুতিতেই লাভ করিয়াছিলেন, স্থিতিশীলতার ফলশ্রুতিতেই লাভ করিয়াছিলেন। যে হস্ত একবার তিনি দিয়াছিলেন, ঐ হস্ত আর কখনো তিনি ফিরাইয়া নেন নাই। তিনি তাঁহার হস্তকে সদা সর্বদা হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের হস্তের আজ্ঞানুবর্তী করিয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে, জাদ্দো-জেহাদের সকল ময়দানে এবং এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সকল ময়দানে তাঁহার মধ্যে এই উপলব্ধিবোধ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে, আল্লাহর একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হস্তে আমার হস্ত রাখিয়াছি এবং আমার সাধ্যে যতদূর কুলায় এবং খোদাতায়ালা আমাকে যে তৌফিক দান করিয়াছেন, ততদূর আমি ইহার তাগিদ পূর্ণ করিতে থাকিব। খোদার ফজল ও রহমে অতি উত্তমরূপে এবং একান্ত যোগ্যতার সহিত তিনি এই 'তাগিদগুলি' পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুকূলে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের ঐ সকল ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইয়াছে যাহা বার বার আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে দান করিয়াছেন। এই বার বার দান করার মধ্যেও একটি আধিক্যের নিদর্শন রাখিয়াছেন। তিনি (হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম) বলেন ঃ--

"খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার জানাইয়াছেন যে তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিবেন। তিনি আমার অনুস্মরণকারীগণের সংখকে সারা জগতে বিস্তৃত করিবেন এবং তাহাদিগকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করিবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করিবে যে, তাহারা স্ব-স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিঃতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে এবং আমার সঙ্ঘ ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া দ্রুত বর্ধমান হইবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছাইয়া ফেলিবে। বহু বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসিবে, কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন," তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করিতে থাকিবে। এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হইতে কল্যাণ খুজিবে।" [তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া]

উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণী বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব মরহুম (রাঃ) বিশেষভাবে বাহ্যিকরূপেও এই ভবিষ্যৎবাণী এইভাবে পূর্ণ করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সত্যতার নূর এবং তাঁহার যুক্তি-প্রমাণ ও অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনাদির মাধ্যমে কোন কোন সময় সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজনীতির ময়দানেও, আইন-ব্যবসার ময়দানেও, এবং তবলীগের ময়দানেও এইরূপ উত্তমরূপে তিনি প্রতিনিধিত্ব করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন যে, আপনজনদের কথা ছাড়িয়াই দিন, দুশমনেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিয়াছে যে এই মহাবীর নিঃসন্দেহে অন্যদের মুখ

বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ধর্মীয় জগতে তিনি খেদমত করার তৌফিক লাভ করিয়াছিলেন, উহা কেবল তবলীগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জামাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জামাতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমা তিনি খুবই সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়াছেন। এই মোকদ্দমাগুলি তিনি এত উত্তমরূপে পরিচালনা করিয়াছেন যে কোন কোন সময় মোকদ্দমাগুলি এত জটিল ছিল যে ঐগুলি হইতে বাহির হইয়া আসা সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল না। কোন কোন সময় এইরূপ মনে হইত যেন জামাতের কোন কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার জঙ্গলে ফাঁসিয়া গিয়াছে। কিন্তু খুবই প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, বাগ্মিতা ও যোগ্যতার সহিত তিনি এই মোকদ্দমা গুলির প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং এই ময়দানে আজিমুশশান কৃতকার্যতা অর্জন করিয়াছেন। অতঃপর রাজনীতির ময়দানে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে খেদমত পালন করার সুযোগ দান করিয়াছেন এবং ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে তিনি ভারত-বর্ষের অনুকূলে যে ওকালতি করিয়াছেন, উহাও ইতিহাসে সর্বদা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কোন ঐতিহাসিক, যাহার মধ্যে তাকওয়া ও ন্যায়-নিষ্ঠার কিছুমাত্র অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে, সে চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রাঃ)-এর এই খেদমতকে অস্বীকার করিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত, গোল টেবিল বৈঠকেও যোগদান করার তাঁহার অনেক সুযোগ হইয়াছিল। এই বিষয়ে আমি ক্যাসেট তৈয়ার করাইয়াছি এবং উহা খুব দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহা সম্ভব নয় যে ক্ষুদ্র খোৎবায় চৌধুরী সাহেবের সুদীর্ঘ ও ভরপুর জীবনের সব দিক আলোচনা করা যাইতে পারে। আমি তো প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু কথা বর্ণনা করিতেছি। আপনাদিগকে ইহা আমি দোওয়ার তাহরীক হিসাবে এবং আপনাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা সৃষ্টি করার জন্য স্মরণ করাইতেছি যে আপনাদের মধ্য হইতেও তাঁহার মত মানুষ সৃষ্টি হউক। আপনাদিগকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করিয়াছি উহাতে অসীম উন্নতির রাস্তা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা হইতে বড় কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায়না এবং আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে বলেন যে, সকলকে বলিয়া দাও যে খোদা তোমার উপর অহী নাযেল করিতেছেন এবং সকলকে এই খোলা আমন্ত্রণ দাও এবং বলিয়া দাও যে, এখন যদি তোমাদের সাহস থাকে তাহাহইলে আস এবং ঐ রাস্তা এখতেয়ার কর, যে রাস্তায় আমি দৌড়াইয়াছি। তোমরা আস এবং আমাকে ধরিয়া দেখাইয়া দাও। তোমরা আস এবং আমার অনুসরণ করিয়া দেখাইয়া দাও। ইহা অসীম এক রাস্তা। ইহাতে কোন বাধা নাই এবং ইহাতে এইরূপ কোন কৃত্রিম সীমা রেখা নাই, যাহা তোমাদের জন্য কোন এক নির্দিষ্ট সীমা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অতএব তোমাদের জন্য দৌড়াইবার অনুমতি রহিয়াছে। দৌড়াইবার জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ জানানো যাইতেছে। কিন্তু তোমাদিগকে উন্নতির ঐ রাস্তায় চলিতে হইবে, যাহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অতিক্রম করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, যদিও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের

দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য খোলা অনুমতি রহিয়াছে এবং সীমা-রেখার দিক হইতে কোন বাধাও রাখা হয় নাই। অতএব উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে কত মহান সুসংবাদ দান করা হইয়াছে। যদি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আজমত তোমাদিগকে এই রাস্তায় দৌড়াইতে ও জাদ্দো-জেহাদ করিতে বাধা দান না, করে তাহাহইলে তাঁহার (সাঃ) ছোট ছোট গোলামদিগকে তোমরা কিভাবে 'শেষ' মনে করিতে পার? তোমরা কিরূপে হতাশ হইয়া যাও যে, ইহারা এত উচ্চে গিয়া পৌছিয়াছে যে আমরা ইহাদের চাইতে বেশী অগ্রসর হইতে পারিনা। বলা হইয়াছে যে ইহা একটি উন্মুক্ত রাস্তা। কালেমাতে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কয়েকটি মাত্র 'কালেমা' বানাইতে আগমন করেন নাই। একজন অথবা দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজন অথবা দশজন 'আশরা মুবাশশের' (রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী) দান করিয়া তিনি চলিয়া যাওয়ার জন্য আসেন নাই। 'কালেমা' দান করার যে শক্তি তাঁহাকে (সাঃ) দেওয়া হইয়াছে, যদি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন কর তাহাহইলে দেখিবে যে এই শক্তি একটি অপরিসীম শক্তি।

لو كان البحر مدادا لكلمت ربى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمت ربى ولو جئنا بمثله مددا অর্থাৎ—হে মোহাম্মদ (সাঃ)! এই ঘোষণা কর যে, আমার রাবের 'কালাম' যাহা আমাকে দান করা হইতেছে, উহা এত সম্প্রসারিত অর্থাৎ খোদার শক্তি নিচয় এত অসীম (এখানে কালামের অর্থ 'শক্তি নিচয়' ও হইয়া যায়) এবং খোদার নিকট এত অসীম ধন ভাণ্ডার রহিয়াছে যে, যদি তোমরা নেওয়ার মত হও তাহা হইলে উক্ত ধনভাণ্ডার কখনো শেষ হইতে পারেনা। অর্থাৎ তোমাদের সীমাহীন উন্নতির রাস্তা খোলা রহিয়াছে।

অতএব আমি এইজন্য হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রাঃ) এর কথা আলোচনা করিতেছি, যাহাতে একদিকে আপনাদের হৃদয়ে দোওয়ার তাহরিক সৃষ্টি হয় এবং অন্যদিকে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের এই ভবিষ্যৎবানী, যাহা আমি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং এই কল্যাণ-উৎস, যাহাকে খোদাতায়ালা আকাশ হইতে মোহাম্মদ (সাঃ) নাম দান করিয়াছেন, উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং এই কল্যাণ-উৎস, যাহাকে কোরআন করীম বলা হইয়াছে, এবং যাহার 'কালেমা' কখনো শেষ হইবেনা, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনারা হতাশার কোন ধারণা হৃদয়ে স্থান দিবেননা। আপনারা এই ধারণা আপনাদের হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিন যে, একজন জাফরুল্লাহ খান আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তো ভবিষ্যতে জাফরুল্লাহ খান সৃষ্টি হওয়ার রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিপুল পরিমাণ এবং বার বার হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামকে এইরূপ আজিমুশশান গোলামদের সুসংবাদ দান করা হইয়াছে, যাহারা সদাসর্বদা আগমন করিতে থাকিবে এবং একজন চলিয়া গেলে অন্য জন তাহার স্থান দখল করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইবে। আপনারা আপনাদের সাহসকে

বৃদ্ধি করুন এবং ঐ সকল তাকওয়ার পথ এখতেয়ার করুন, যাহা হযরত চৌধুরী সাহেব এখতেয়ার করিতেন। আপনারা আজ্ঞানুবর্ত্তীতার ঐ সকল বৈশিষ্টে সুশোভিত হউন, যাহার দ্বারা তিনি উত্তমরূপে সুশোভিত ছিলেন। আপনারা নিজেদের মধ্যে সবর ও সাহস সৃষ্টি করুন, যাহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট ছিল এবং আল্লাহতায়ালার ভালবাসা ও প্রীতিতে ঐভাবে রঙীন হইয়া যান, যেভাবে চৌধুরী সাহেবকে আল্লাহতায়ালা তাঁহার স্বীয় ভালবাসার বিশেষ রঙ দান করিয়াছিলেন। বরং আপনারা ইহার চাইতে অধিক রঙিন হওয়ার চেষ্টা করুন।

অতএব জামাতের জন্যতো উন্নতির কোন রস্তা বন্ধ হইতে পারে না। কেহ এই কথা বলিতে পারে না যে, কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে তাঁহার মত ব্যক্তি আর সৃষ্টি হইবে না এবং তিনি একেলাই এইরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ ব্যক্তি আর সৃষ্টি হইবেনা। এইরূপ ব্যক্তিতো আমাদের আকা ও মওলা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই ছিলেন। কিন্তু তিনি একক হওয়া সত্ত্বেও অশেষ 'কালেমা' সৃষ্টি করার গুণাবলী তাঁহাকে দান করা হইয়াছিল। অতএব আপনারাও এইরূপ কালেমায় পরিণত হওয়ার চেষ্টা করুন।

চৌধুরী সাহেবের জীবনের যে সকল দিক আমি আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলাম, ঐগুলি এত অধিক ব্যাপক বলিয়া মনে হইল যে আমাকে ঐগুলির মধ্য হইতে কয়েকটি বাছিয়া নিতে হইল এবং যে কয়েকটি দিক আমি বাছিয়া লইয়াছি, ঐগুলিও সম্ভবতঃ এই ছোট মজলিসে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা যাইবেনা।

তাঁহাকে খোদাতায়ালা এইরূপ একটি আজমত দান করিয়াছিলেন যে, যত পদ মর্যাদাই তিনি লাভ করিয়াছিলেন, উক্ত পদ-মর্যাদা তাঁহার নিকট ছোট বলিয়া মনে হইত। কিন্তু ঐ পদ-মর্যাদায় তাঁহাকে কখনো ছোট দেখাইতনা। তাঁহার মধ্যে সাহস ছিল এবং প্রশস্ততা ছিল এবং কোন পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এইরূপ মনে হইত না যে, উক্ত মর্যাদা তাঁহাকে উঁচু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সদা সর্বদা এই পদমর্যাদাকে উঁচু করিয়া দিতেন এবং উহার মানকে বৃদ্ধি করিয়া দিতেন। এমনকি যখন তিনি উক্ত পদ-মর্যাদা পরিত্যাগ করিতেন তখন উহা পূর্বের চাইতে অধিক উঁচু বলিয়া মনে হইত। এই বৈশিষ্ট মানুষ তাহার বিনয়ের ফলশ্রুতিতে লাভ করিয়া থাকে। যদি আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহাহইলে দেখিতে পাইবেন যে, বিনয় এবং শক্তির প্রশস্ততা একই বস্তুর দুইটি নাম। একজন সল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি এবং যাহারা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখে তাহারা মনে করে যে, মাথা উঁচু করার ফলে উচ্চ পদ মর্যাদা লাভ করা যায় এবং প্রশস্ততাও লাভ করা যায়। কিন্তু মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি ওয়াকেবহাল, যে ব্যক্তি কোরআন করীম হইতে মানব প্রকৃতির রহস্য শিখিয়াছে, সে এই বাস্তবতা সমাকরূপে জ্ঞাত আছে যে, বিনয়ের মধ্যেই মর্যাদা রহিয়াছে এবং বিনয়ের মধ্যেই প্রশস্ততা রহিয়াছে। এই দুইটি বিষয় প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রত্যেক রাকয়াত আমাদিগকে বলিয়া দেয়।

প্রথম বিনয়ের প্রকাশ আমরা রুকুর আকারে করিয়া থাকি। তখন আমরা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' পড়িয়া থাকি, অর্থাৎ প্রশস্ততার দিকে খোদাতায়ালা আমাদের মনকে ধাবিত করে যে, তোমরা যদি বিনত হও তাহাহইলে তোমরা প্রশস্ততার সৌভাগ্য লাভ করিবে। কেননা 'রাব্বুল আজীমে'র সম্মুখে তোমরা বিনত হইয়াছ। বিনয়াবনতার লক্ষ্যে আমরা যে দ্বিতীয় কাজটি করি উহা হইল বিনয়াবনতার চুড়ান্ত সীমা এবং উহা হইল সেজদা। তখন খোদাতায়ালা ইহা শিখান 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা', 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'। তোমরা যদি বিনত হইয়া থাক তো, মর্যাদার দিকেই বিনত হইয়াছ। কেননা তোমরা 'রাব্বুল আলা'র দিকে বিনত হইয়াছ।

চৌধুরী জাফর উল্লাহ সাহেব রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, কার্যতঃ এই দুইটি বিষয় ও এই দুইটি রহস্য সম্বন্ধে খুব ওয়াকেবহাল ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সকল মর্যাদা ও তাঁহার সকল গৌরব এই উভয় বস্তুই তিনি তাঁহার বিনয়ের ফলশ্রুতিতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে ধর্মের খেদমতের জন্য সীমাহীন আবেগ ছিল এবং জাগতিক কোন পদ মর্যাদা তাঁহাকে এই খেদমত হইতে বিরত করিতে পারিতনা। জাগতিক পদ মর্যাদার ফলশ্রুতিতে তিনি নিজেকে কখনো এইরূপ উঁচু মনেই রাখিতে না। কেননা জাগতিক পদ মর্যাদা সদা সর্বদা তাহার নিকট ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইত। পদ মর্যাদার মোকাবেলায় ধর্মের খেদমত তাঁহার নিকট কখনো সামান্য মনে হইতনা। আমি ঐ বিনয়ের কথা বলিতেছি, যাহা আরেফ বিল্লাহর (আল্লাহ সম্বন্ধে তত্ত্ব-জ্ঞানীর বিনয়)। বস্তুতঃ ধর্মের খেদমতের মধ্যে তিনি তাঁহার মর্যাদা নিহিত দেখিতেন। ধর্মের খেদমতের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত গৌরব নিহিত ছিল। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহা একটি অদ্ভুত ঘটনা যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে যখন ভারতের ফেডারেল কোর্ট অব জাষ্টিসে জজরূপে নিয়োগ করা হয়, তখন ঐ সময় হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) তাহরিক করিয়াছিলেন যে কাদিয়ানের আশে পাশে ও উহার চতুর্দিকে যে সকল গ্রাম রহিয়াছে, ঐগুলিতে তবলীগ করার জন্য লোকেরা যেন নিজদিগকে পেশ করে। তখন ফেডারেল কোর্টের জাষ্টিস (অর্থাৎ চৌধুরী জাফরউল্লাহ খান সাহেব) কাদিয়ানের চতুর্দিকের গ্রামাঞ্চলে তবলীগ করার জন্য অন্যান্য মোবাল্লেগের সংগে যাইতেন এবং যদি কেহ দেখিয়া ফেলে বা শুনিয়া ফেলে তাহাহইলে তাহারা কি ভাবিবে? তাহারা ভাবিবে এই লোকটি করিতেছে কি?

কিন্তু ঢাপাই, ভিনি, অটোয়াল ইত্যাদি ছোট ছোট গ্রাম ও আরও অনেক অসংখ্য গ্রামে তিনি আহমদীয়াতের একজন সাধারণ খাদেম হিসাবে তবলীগের কাজে অংশ গ্রহন করিয়াছিলেন। তিনি গর্বের সহিত ও এই অনুভূতির সহিত উক্ত তবলীগে অংশ গ্রহন করিয়াছিলেন যে, ইহা আল্লাহতায়ালার একটি দান এবং আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে তাঁহার এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। তাঁহার আকাঙ্খা কেবলমাত্র এইরূপ খেদমতের জন্যই ছিল না, যেই খেদমত স্বাভাবিক অবস্থায় ও সচ্ছন্দে পালন করা যায়। বরং খুবই বিপদজনক খেদমতের জন্যও এই ধরণের আকাঙ্খা তাঁহার হৃদয়ে তোলপাড় করিত। (ক্রমশঃ)

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৫ইং)।

অনুবাদ : **নাজির আহমদ ভুঁইয়া**

হাদীস : হযরত ইবনে 'উমর রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুমা বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছি : 'যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আনুগত্য হইতে হস্তোত্তোলন করে, আল্লাহতায়ালার সম্মুখে (কিয়ামতের দিন) এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার নিকট না থাকিবে কোন যুক্তি, না কোন ওজর। এবং যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মরিবে যে, সে সমসাময়িক ইমামের 'বয়াত' করে নাই—তাহার জবাহেলিয়তর' (অজ্ঞতা এবং গুমরাহী মৃত্যু হইবে।' [মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল আমরে বে-লুযুমিল জামায়াতে ইন্দা যুহুরিল ফেতান ; ১-২ : ২০৮ পৃঃ

('হাদীকাতু সালেহীন' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

—এ, এইচ, এন, আলী আনওয়ার

আনসারুল্লাহ-র বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে

পবিত্র বাণী

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[৯ই নভেম্বর '৮৫ইং. ইসলামাবাদ (পাকিস্তান) মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা উপলক্ষে প্রদত্ত]

হে ইসলামের 'আনসারী ইলাল্লাহ্'! ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করুন।

দু'জাহানের সৌভাগ্যরাশী তোমাদের এবং তোমাদের বংশধরদের সহিতই নির্দিষ্ট ও বিজড়িত হইবে।

হে আমার প্রিয় আনসার ভাইয়েরা !

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু !

আপনাদের পক্ষ থেকে আনন্দদায়ক সংবাদ পেঁাছুতে থাকে। তেমনিভাবে মজলিস আনসারুল্লাহ ইসলামাবাদের সালানা ইজতেমা হচ্ছে জেনে খুশী হলাম। আল্লাহ্ করুন, এ বা-বরকত ইজতেমা যেন খোদাতায়ালার অনুগ্রহরাজী ও কল্যাণরাশীতে ভরপুর হয়।

আনসারুল্লাহ্ এবং ইসলামাবাদ-এ দু'টি নাম আপনাদেরকে আপনাদের মোকাম এবং দায়িত্বাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আপনারা ইসলামের জীবন এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আগত আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত ও আদিষ্ট (মা'মুর) মহাপুরুষের সাহায্যকারী ব্যক্তিবৃন্দ। যেরূপে মূসীয় মসীহর ডাকে সাড়া দিয়ে হাওয়ারীগণ 'নাহ্‌নু আনসারুল্লাহ্' বলেছিল এবং এর ফলশ্রুতিতে খোদাতায়ালা তাদের জন্য আকাশ থেকে 'মায়েদা' অবতীর্ণ করেছিলেন, তেমনি জগৎ আর একবার পুনরায় মোহাম্মদী মসীহ্‌র আনসার বা সাহায্যকারীদেরকে অবলোকন করছে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক শান ও মর্যাদা, ঈমান ও ইস্তেকামাত প্রত্যক্ষ করতে পারছে। তারপর আবার মহান আসমানী মায়েদা সমূহের দ্বারা এ জামাতকে অভিসিক্ত করা হচ্ছে। এর পেছনে সেই ইলাহী তকদীর সক্রিয় রয়েছে যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) নিম্নরূপ করেছেন ঃ—

"খোদাওন্দ করীম বারংবার আমাকে বুঝাইয়াছেন, উপহাস ও বিদ্রূপ করা হইবে, বিরুদ্ধ-বাদীরা গালিগালাজ ও অভিসম্পাত করিবে এবং অতিশয় ক্লেশ ও যাতনা দ্বারা উত্যক্ত ও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে কিন্তু পরিশেষে ইলাহী 'তাঈদ ও নুসরত' ও ঐশী সাহায্য তোমার সহায়ক হইবে এবং খোদা-তায়ালা দুশমনদের পরাস্ত ও লজ্জিত করিবেন। সুতরাং' বারাহীনে আহ্‌মদীয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ওহি ও এলহামের এক বৃহদাংশও এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদই বহণ করছে এবং কাশ্‌ফ ও দিব্যদর্শন সমূহও এ নির্দেশই দিচ্ছে। অতএব, একটি কাশ্‌ফ আমি দেখেছি যে, একজন ফেরেস্তা আমার সম্মুখে আসিল এবং সে বলিতেছে যে, মানুষেরা ফিরিয়া যাইতেছে। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? সে আরবী ভাষায় উত্তর দিল ;

جئت من حضرة الوتر

অর্থাৎ—'আমি তাঁহার পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি একা।' তারপর আমি তাহাকে একদিকে নিভৃতে নিয়ে গেলাম এবং বলিলাম, "মানুষেরা তো মুখ ফিরাইতেছে কিন্তু তোমরাও কি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ ? তখন সে বলিল, আমরা তো আপনার সাথে আছি।' তারপর উক্ত অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় চলিয়া যাই। কিন্তু এসব বিষয়ই অন্তর্বর্তীকালীন (বা সাময়িক)। যাহা পরিণাম

হিসাবে অবধারিত রহিয়াছে তাহা এই যে, সূর্যবৎ-আলোকোজ্জল যে সকল এলহাম (ঐশী-বাণী) সহস্র সহস্র বার অবতীর্ণ হইয়াছে সেগুলির দ্বারা আল্লাহতায়ালা আমার নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছেন যে, "আমি অবশেষে তোমাকে বিজয় দান করিব এবং প্রতিটি এলজাম ও অপবাদ হইতে তোমার নির্দোষীতা ও পবিত্রতা সু-প্রকাশিত ও প্রকটিত করিব। এবং তোমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তোমার জামাত কেয়ামতকাল অবধি তোমার বিরুদ্ধবাদীদের উপর প্রবল থাকিবে।" এবং আরও বলিয়াছেন যে, "আমি শক্তিশালী আক্রমণ সমূহের দ্বারা তোমার সত্যতা প্রকাশ করিব।"

(আনওয়ারুল ইসলাম, পৃঃ ১৫২-৫৩)

তিনি আরও বলেন ঃ

"হে মানব সকল ! শুনিয়া রাখুন যে, ইহা সেই খোদার ভবিষ্যদ্বাণী যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই জামাতকে সকল দেশে ছড়াইয়া দিবেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সকলের উপর তাহাদিগকে প্রাধান্য দান করিবেন। সেদিন আসিতেছে বরং উহা নিকটেই যখন জগতে একমাত্র ইহাই একমাত্র ধর্ম হইবে যাহা সম্মানের সাথে স্মরণ করা হইবে। খোদা এই ধর্মে (ইসলাম) এবং এই সেলসিলাতে চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং অলৌকিকভাবে বরকত দান করিবেন এবং ইহাকে ধ্বংস করার চিন্তায় নিমগ্ন এমন প্রতিটি ব্যক্তিকেই তিনি ব্যর্থ ও অকৃতকার্য করিয়া ছাড়িবেন। এবং এই বিজয় চিরকাল বিরাজ করিবে, এমনকি কিয়ামতকাল উপস্থিত হইবে... ... ...জগতে একটি মাত্র ধর্মই থাকিবে, এবং একজন মাত্র ধর্ম নেতাই বিরাজ করিবেন। আমি তো বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। উহা আমার হস্তে উপ্ত হইয়াছে। এখন উহা বাড়িবে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হইবে। এমন কেহ নাই যে ইহাকে রোধ করিতে পারে।' (তাজকেরাতুশ-শাহাদাতাইন, পৃঃ ৬৫, ৬৬)

এই সকল ঐশীলিপি অনুযায়ী প্রতিটি উদীয়মান সূর্য জামাতে আহ্‌মদীয়ার জন্য যেখানে ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও বিজয়ের সুসংবাদ সমূহ বহিয়া আনিতেছে সেখানে আমাদিগকেও চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা কার্যতঃ কতখানি এই তকদীরের সঙ্গ দিতে পারিয়াছি, যে তকদীর সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বারংবার আশিকে-রসুল (সাঃ) হযরত মসীহে মওউদ (আঃ)-এর নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

অতএব, হে ইসলামাবাদের আনসারী ইলাল্লাহ্ ! ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হও। তারপর খোদাতায়ালার 'মায়েদা সমূহ' অধিকতর বিপুল ধারায় তোমাদের উপর বর্ষিত হইবে এবং উভয় জাহানের সৌভাগ্যরাশি তোমাদের এবং তোমাদের বংশধরদের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইবে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ভাষায় আমার পয়গাম এই যে ঃ—

"সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, যে কোন অবস্থায় থাক না কেন, ইসলামের দাওয়াত যেন তোমাদের দ্বারা বন্ধ না হয়।

কাজ অত্যন্ত কঠিন, গন্তব্যস্থল বহুদূরে ; হে আমার বিশ্বস্তগণ, তোমাদের গতি যেন মন্থর না হয়। তোমরা যদি সত্যতা ও পবিত্রতার পথের পথচারী হও, তাহাহইলে এমন কোন মুশকিল থাকিবে না যাহা সাধিত না হয়।

আমার প্রিয়গণ ! তোমাদের জন্য আমার দোয়া রইল। সর্বদা তোমাদের উপরে আল্লাহ্‌র ছায়া থাকুক, অকৃতকার্য যেন না হও।"

আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সহায় ও সাথী হোন ! আল্লাহতায়ালা আপনাদের সাথী ও সহায় হোন ইহ-জগতেও তোমরা সফলকাম ও উন্নত শির হয়ে থাকো এবং আখেরাতেও তোমরা সফলকাম হও। আমীন। ওয়াস সালাম—

খাকসার—(মির্যা তাহের আহ্‌মদ)
খলিফাতুল মসীহ্ রাবে'

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুয়ার খোৎবা

(সার সংক্ষেপ)

সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৫ই নভেম্বর '৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

সমাজ-সংশোধন জামাতের প্রতিটি ব্যক্তিরই কর্তব্য।

মানুষের আমল সংশোধনার্থে সত্য ও সরল কথা বলা অত্যাবশ্যকীয়।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আহযাবের ৭১ ও ৭২ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। আয়াতদ্বয় তরজমাসহ নিম্নরূপ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

অনুবাদ : "হে মোমেনগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং এমন কথা বল যার মধ্যে কোন মার-প্যাঁচ নাই (বরং সত্য ও সরল কথা বল)। (যদি তদ্রূপ কর) তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমল শুধরিয়ে দিবেন, (পরিশুদ্ধ করবেন,) এবং তোমাদের গুণাহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের আজ্ঞানুবর্তিতা করে সে বিরাট সফলতার অধিকারী হয়।"

'কওলে সাদীদ'– সরল-সত্য কথার গুরুত্ব ঃ

তারপর হুজুর বলেন, কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে, ইবাদত এবং 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' যেমন সবর বা ধৈর্যের সহিত অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ; তেমনি মানুষের আমলের ইসলাহ বা কর্মগত সংশোধন, সত্য ও সরল কথার সহিত ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। কুরআন করীমই উক্ত সম্পর্কটিকে নিরূপিত করেছে, অন্য কোন ধর্মের শিক্ষায় তা বর্ণিত হয় নাই। বস্তুতঃ আল্লাহর এ ফরমানটি উপেক্ষা করার কারণে বহু প্রকারের খারাপি বিস্তার লাভ করে এবং সে সম্বন্ধে জানতে না পারার কারণে অবস্থাবলী শুধরানোর কোন উপায় দেখা যায় না। মানুষের আমল সংশোধনার্থে 'কওলে সাদীদ' (সরল-সত্য কথা বলা) অত্যাবশ্যকীয়। যদি কথায় প্যাঁচ থাকে এবং কথা সরল ও সত্য না হয়, এমতাবস্থায় ইসলাহ করার মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জামাতের কর্মীবৃন্দদেরকে উপদেশ ঃ

হুজুর বলেন : জামাতের কর্মীবৃন্দ এমনিতো তাকওয়ার উচ্চ মার্গেই অবস্থিত, কিন্তু কোন কোন সময় উক্ত দুর্বলতার কারণে এবং কোন কোন সময় অজ্ঞতাবশতঃ 'কওলে সাদীদ' থেকে তাঁরা সরে যান, যার জন্য আমল সংশোধনের ('ইসলাহে-আমাল) ক্ষেত্রে সফল হওয়া যায় না। কোন কোন সময় নেকী ও পুণ্যানুষ্ঠানের জন্য মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহংকার থাকে ; যা কিনা ইসলাহের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা হয়, আমরা খোদার উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছিলাম কিন্তু তুমি আমাদের কথা শোন না।' অথবা বলা হয় 'আমরা চাঁদা নিতে এসেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের নিকট চাঁদা দিচ্ছ না।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। হুজুর বলেন, কুরআন করীম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ কথা-বার্তা সম্পূর্ণ ভুল। তোমাদের এই নেকী খোদাতায়ালার উপর কোন এহসান বা অনুগ্রহ নয়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরও কোন এহসান নয়। নিজেদের নেকীর পুরস্কার আল্লাহতায়ালার নিকট কামনা করুন। অতএব যদি খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে থাক, তাহলে অনুরূপ মনঃকষ্ট ও তিক্ততাকে সহ্য করতে হবে। যে ব্যক্তি খোদা-তায়ালার খাতিরে ঘর থেকে উক্ত কার্যাবলীর উদ্দেশ্যে বের হয়, তার উচিত খোদাতায়ালার খাতিরে অনুরূপ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকা। বরং যখন কেউ উক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে বের হবে, তখন প্রতিটি দুঃখ, কষ্ট ও অবমাননার ফলশ্রুতিতে সে আস্বাদ প্রাপ্ত হবে এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার উন্মেষ ঘটবে। এ বিষয়টি শুধু মালী (চাঁদা সংক্রান্ত) ব্যাপারেই নয়, বরং ইবাদতসমূহের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার সময়ও ওরকম উপলক্ষ ঘটে থাকে—যখন কারও কাছ থেকে কিছু চাওয়া হয় না, কিন্তু তা সত্বেও অপর পক্ষ থেকে মনঃকষ্টের সৃষ্টি করা হয়।

জামাতের সকল সদস্যের প্রতি উপদেশ ঃ

হুজুর বলেন, কোন কোন সময়, যাদেরকে উপদেশ দান করা হয় তাদেরও 'কওলে সাদীদে'র অভ্যাস না থাকায় তারা উপদেশকে এদিক সেদিক করে দেয় এবং পাশ কাটিয়ে যায়। অথবা আবার মোকাবিলা শুরু হয়ে যায়। তারা বলে, 'তুমি প্রথমে নিজের সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং নিজের পরিবার সম্বন্ধে চিন্তা কর, তারপরে আমাদেরকে উপদেশ দিও।' এরূপে নেকীর সহিত উভয়ের সম্পর্কোচ্ছেদ ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে, কথায় মনোনিবেশ করে দেখা উচিত, কথাটি ভাল বলা হচ্ছে, না মন্দ। যদি কথা ভালই বলা হচ্ছে তাহলে তা গ্রহণ করে নেয়া উচিত এবং তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, 'জ্ঞান ও হিকমাতের কথা মুমেনের হারানো ধন, কাজেই তা নিজের মনে করেই গ্রহণ করা উচিত।'

হুজুর বলেন, এ ব্যাধি মেয়েদের মধ্যে বেশী, যা কি-না লাজনার রিপোর্ট সমূহ থেকে জানা যায়। কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে উভয় পক্ষের কথার মধ্যে প্যাঁচ থাকে, যার জন্য উপদেশদাতা এবং যাকে উপদেশ দান করা হয়—উভয়েই ইসলাহ থেকে বঞ্চিত হন।

গিবত থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ ঃ

হুজুর বলেন, 'কওলে সাদীদ'-এর একটি অর্থ এও যে, তোমার লক্ষ্যস্থল যেন সোজা ও সঠিক হয়। যেখানে কথা বলা উচিত সেখানে যদি বলা না হয় এবং যেখানে সে কথার কোন সম্বন্ধ নাই যদি সেখানে বলা হয়, তা'হলে এতে বহু গুণ বেশী গোনাহ হয়, পরিণাম খুবই খারাপ দেখা দেয়, সমাজে নৈরাশ্য ও নির্লজ্জতার উদ্ভব ঘটে এবং গিবত বা পরনিন্দার ব্যাধি বিস্তার লাভ করে।

বার বার উপদেশদানের উপকারিতা ঃ

হুজুর বলেন, 'কওলে-সাদীদ'-এর সাথে উপদেশদানের সম্পর্ক খুব বেশী। অন্যথা, যেখানে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া হয় না এবং পাপ ও অন্যায় থেকে বাধাদান করা হয় না সেখানে পাপ ও অন্যায় কাজে আস্বাদন ও উপভোগ সৃষ্টি হয় কিন্তু যেখানে বার বার উপদেশ দান করা হয় সেখানে পাপ ও অন্যায় কাজে উপভোগ ও তৃপ্তিবোধ থাকতে পারে না।

উপদেশের পদ্ধতি ঃ

হুজুর বলেন, জামাতের উচিত উপদেশ দানের ভালো ভালো পন্থা অবলম্বন করা। সাম্প্রতিক অবস্থাবলীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং উপদেশ দিন। কুরআন করীমের আয়াতসমূহ, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসাবলী, আর তেমনিভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উক্তি সমূহ পেশ করে খারাপি সমূহ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

লেন-দেন এবং বিবাহ-সাদীর ব্যাপারে 'কওলে-সাদীদ-এর গুরুত্ব ঃ

লেন-দেনের ক্ষেত্রে খারাপিসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুজুর বলেন যে, এসব ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণ এটাই হয়ে থাকে যে, শুরুতে কথা সরল সোজা ও সহজ হয় না, যার জন্য খারাপির সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা ও সন্তানদের পরস্পর সম্পর্কের খারাপিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুজুর বলেন যে সেক্ষেত্রেও 'কওলে সাদীদ'-এর অভাবের কারণে এ সকল সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদের তখন থেকেই সূত্রপাত হয়, যখন রেস্তা (সম্পর্ক) করার সময় কোন কোন বিষয়কে গোপন রাখা হয় এবং 'কওলে সাদীদ' এর ধারায় কথা বলা হয় না।

'আদল' ও 'এহসান' এবং 'ইতায়ে-যিল-কুরবা' সম্বন্ধে ইসলামী শিক্ষা ঃ

বাচ্চাদের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী ও সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে হুজুর বলেন যে কোন কোন পুরুষ যাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় বিবাহ করে থাকেন তাঁরা নিজেদের পূর্বের সন্তানদের ব্যাপারে তাদের মায়েদেরকে কষ্ট দেন। কাজী তো আইন-কানুনের কারণে বাচ্চাকে তার বাপের অভিভাবকত্বে দিতে অবশ্য বাধ্যই হবেন কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সুস্পষ্টভাবে ইহাই ব্যক্ত করে যে, কোন মাকে যেন বাচ্চার কারণে কষ্ট না দেওয়া হয়। সেজন্য ইসলাম শুধু ইনসাফ ভিত্তিকই নয় বরং এহসানেরও শিক্ষা দেয় এবং সদ্‌ব্যবহার ও পরোপকারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সে বিষয়ে সবিশেষ তাকিদ জানায়। হুজুর বলেন, অতএব আহমদী সমাজ শুধু ইনসাফ ও ন্যায় ভিত্তিকই নয়। এতো হলো প্রথম ধাপ। এটিকে ইনসাফ ভরে দিন, তারপর ইহাতে 'হুস্‌ন ও এহসান' প্রবিষ্ট করুন।

আর তারপর ইহাকে 'ঈতায়ে-যিল-কুরবা' (পরম নিকট আত্মীয় সুলভ ব্যবহার)-এর মধ্যে দাখিল করে দিন এবং তারপর ঐ সকল জাতির প্রতীক্ষা করুন, যারা ইসলামের আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

জামাতের প্রতিটি সদস্যের নামে পয়গাম ঃ

হুজুর বলেন এ সকল খারাপির প্রতিরোধ করা জামাতের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য। সামাজিক অবস্থাবলীর ইসলাহ ও সংশোধন কোন সহজ কাজ নয়। বরং এর জন্য অনেকগুলি গুণের প্রয়োজন। তাকওয়ার প্রয়োজন। কেননা 'কওলে-সাদীদ' (সরল-সহজ সত্য কথা বলা)-এর পাশাপাশি তাকওয়ার প্রয়োজন। অন্যথা, 'কওলে-সাদীদ' নিজস্বভাবে খারাপিসমূহ দূর করতে পারে না। হুজুর (আইঃ) উত্তর ইউরোপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন যে তাদের মধ্যে প্রতীচ্যের জাতিদের তুলনায় 'কওলে-সাদীদ' অনেকাংশে বেশী, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে খারাপির পরিধি অনেক বেশী। কেননা 'কওলে-সাদীদ'-এর সমভিব্যাহারে তাকওয়া অনুপস্থিত অতএব, 'কওলে-সাদীদ'-এর সহিত খোদাতায়ালা তাকওয়াকে সম্বন্ধযুক্ত করে 'ইসলাহে-আ'মল' —মানুষের আমল শুধরাবার ও পরিশুদ্ধ করার উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করেছেন।

এরপর হুজুর (আইঃ) উল্লিখিত আয়াত সমূহের আরো বিশদ ও জ্ঞানোদ্দীপক ব্যাখ্যা ও তফসীর করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, আমি আশা করছি যে, জামাত এই যাবতীয় দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে অবস্থার সংশোধন ও ইসলাহকার্যে সচেষ্ট হবে।

পরিশেষে হুজুর কয়েকটি 'নামায-জানাযা-গায়েব' পড়ান এবং সিন্ধু প্রদেশের শুক্কারস্থ মজলুম এবং সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নির্দোষ আহমদী ভ্রাতাদের জন্য দোওয়ার তাহরীক করেন যে সকল আহমদীকে সেখানে সর্বৈব বানোয়াট অভিযোগ ও মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়িত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-ফযল' ১৫ই নভেম্বর '৮৫ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

৩। ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ঃ

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্ব-নবী। এই দাবীর একটি প্রমাণ তো এই যে, নীতিগতভাবে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য অন্যান্য সকল ধর্মের তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ। মানব-জীবনের ব্যক্তি, পরিবার, জাতি এবং আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে ইসলামে। ইসলামের অভ্যুত্থান-যুগের ইতিহাস এ কথার বাস্তব সাক্ষ্য বহন করছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে এবং পরবর্তী যুগে আগমনকারী মোজাদ্দিদগণের মাধ্যমে প্রচারিত ইসলামী শিক্ষা ও সৌন্দর্য বিকাশের মহান পদক্ষেপ সমূহ ইসলামের সঞ্জীবতা এবং জীবন্ত ধর্ম হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে। পবিত্র কুরআনের ও হাদীসের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের পূর্ব গৌরবকে পুনরুদ্ধার করে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার জন্য হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

প্রসংগতঃ একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব সংক্রান্ত বিষয়টিকে অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং আবার অনেকেই কোন গুরুত্বই দেন না। যাঁরা গুরুত্ব দেন না তাঁরা সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে মিথ্যা বলতে পারবেন কি? যারা গুরুত্ব দেন তাঁদের মধ্যে কারও কারও ধারণা মতে একদিকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এসে যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে অমুসলিম কাফেরদের বধ করবেন এবং অন্যদিকে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করার জন্য আকাশ হতে হযরত ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হবেন। এই বিষয়ে আহমদীয়া জামাতের অভিমত এই যে, হযরত ইমাম মাহদী এবং প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ) একই ব্যক্তি হবেন (অর্থাৎ দ্বিবিধ কার্যের জন্য একই ব্যক্তি মাহদী ও মসীহ উপাধী দ্বারা ভূষিত হবেন) এবং সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি মুহাম্মদী উম্মত হতে জন্মগ্রহণ করে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসের আলোকে যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতির দ্বারা ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে বিধর্মীদের পরাজিত করবেন। আহমদীদের ধারণা এবং অন্যান্যদের ধারণার মধ্যে কোন্‌টি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে অধিকতর যুক্তি-সংগত এবং বাস্তবে গ্রহণযোগ্য তা আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে উদঘাটিত হবে বলে আশা করি (ইনশাল্লাহ)।

আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে তিনটি সুরার মধ্যেই ইসলামের অবশ্যাম্ভাবী মহাবিজয় সম্বন্ধে ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

"হুয়াল্লাযী আরসালা রাসুলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনেল হাক্কে লে-ইউযহেরাহু আলাদ্-দ্বীনে কুল্লেহী।"

অর্থ :—"আমরা হেদায়েত ও সত্য ধর্ম সহকারে এই রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে ইহা (অর্থাৎ ইসলাম) অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করে।" (সুরা তাওবা : ৫ম রুকু, সুরা ফাতহ : ৪র্থ রুকু এবং সুরা সাফ : ১ম রুকু)।

ইসলামের ইতিহাস হতে দেখা যায় যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের উপরোক্ত ঐশী-প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এখনও ঐশী-পরিকল্পিত পথে সেই জয়-যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সার্বিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উপরোক্ত ঐশী-প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার দুটি প্রধান পর্যায় রয়েছে :— (ক) ইসলামের আবির্ভাব-যুগে সম-সাময়িক ধর্ম ও সভ্যতা সমূহের উপর ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভ এবং (খ) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে পুনরায় ইসলাম-ধর্ম ও ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের যুগ-সূচনা।

উপরোক্ত আয়াতের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী (মুফাসসেরীন) ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের শেষোক্ত পর্যায় সম্বন্ধে যে ধরণের মন্তব্য করেছেন তা প্রনিধানযোগ্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হযরত ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসংগে লিখেছেন : "সকল ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়মের আবির্ভাবকালে সংঘটিত হবে।"

(তফসীর ইবনে জারীর, পৃঃ ১৫০ এবং তফসীরে জামেউল বায়ান, পৃঃ ২৯ হতে অনূদিত)।

অনুরূপভাবে শিয়া জামাতের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিত আছে : "এই আয়াত 'কায়েম আলে মুহাম্মদ' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তিনিই সেই ইমাম যাঁকে আল্লাহতায়ালা সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করবেন।" (বেহারুল আনোয়ার, খণ্ড—১৩, পৃঃ ১২ কুম্মীর বরাতে তফসীরে সাফী দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ যে, 'কায়েম আলে মুহাম্মদ' বলতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।

সহী হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী হতেও প্রমাণীত হয় যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর যুগেই আল্লাহ-তায়ালা ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন : "ইউহলেকুল্লাহু ফি যামানেহী কুল্লাল মিলালে ইল্লাল ইসলাম।"

অর্থ :—"তাঁহার (ইমাম মাহদীর) যুগে আল্লাহতায়ালা ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মকে নির্মূল করিয়া দিবেন।" (সহী মুসলিম)।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন : 'কায়ফা তাহলেকু উম্মাতুন আনাফি আউয়ালুহা ওয়াল মাসিহু ফি আখিরেহা।"

অর্থাৎ,—"কেমন করিয়া ধ্বংস হবে সেই উম্মত যাহার প্রথমে রয়েছি আমি এবং শেষে মসীহ রয়েছেন।" (মেশকাত ও জামেউস সগীর সাইউতি দ্রষ্টব্য)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত, বুর্জুগানে-দ্বীন কর্তৃক উক্ত আয়াতের তফসীর এবং হাদীসের ভিত্তিতে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচার কালে এবং ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাউদ (আঃ)-এর আগমন একটি অনস্বীকার্য ও সন্দেহাতীত বিষয়। এই বিষয়টি কোন মামুলী বিষয় নয়[কারণ বর্তমান যুগে একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম সম্প্রদায় সমূহের নিকট ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপন্ন করা এবং অন্যদিকে শতধা-বিভক্ত মুসলিম ফেরকাগুলিকে একতাবদ্ধ করার সুমহান কাজকে একমাত্র হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ মাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সংগে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়ার জন্য এই দুইটি পর্যায়ের অধীন অন্যান্য উপ-পর্যায় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু

এগুলির বাইরে অন্য কোন নেতৃত্ব অথবা পদ্ধতিতে, অন্য কোন দল বা পন্থায় ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের কোন প্রতিশ্রুতি নাই। বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পূর্ণ প্রচার ও মহাবিজয়ের জন্য প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তি, দল অথবা সংগঠনকে ঐশী-প্রতিশ্রুতির অপরিহার্য শর্তরূপে সর্ব প্রথম হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) হিসাবে এবং তার সংগে সম্পর্কিত দল হিসাবে দাবী পেশ করতে হবে। কারণ ঐশী-প্রতিশ্রুতি মতে অন্য কোন স্বকপোল-কল্পিত পন্থায় বা নেতৃত্বের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ববিজয় বাস্তবে পূর্ণ হতে পারে না। প্রত্যেক বিচক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির উচিত বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা। সেই সংগে মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার কাছ থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রার্থনা ও ইস্তেখারার মাধ্যমে সত্যাসত্য যাচাই করা প্রয়োজন। তাই উন্মুক্ত হৃদয়ে শান্তিপূর্ণ পথে সত্যানুসন্ধানের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

৪। বিশ্ব-নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রূপক অর্থে দ্বিতীয় আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি ঃ

সুরা জুময়ায় আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

"হুয়াল্লাযী বায়াছা ফিল উম্মিয়িনা রাসুলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আইয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউয়াল্লেমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া এনকানু মিন কাবলু লাফি যালালিম মুবীন। ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম। ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম, যালেকা ফাজলুল্লাহে ইউতিহে মাই ইয়াশাউ ওয়াল্লাহু যুল ফাজলিল আযীম।"

অর্থ ঃ—"তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহই) নিরক্ষর জাতির নিকট তাহাদের মধ্যে হইতে একজন রসুল প্রেরণ করিয়াছেন যিনি তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াত (নিদর্শনাবলী) বর্ণনা করেন এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন, তাহাদিগকে আল-কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবং জ্ঞান শিক্ষা দেন—যদিও ইতিপূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। এবং তাহাকে প্রেরণ করিবেন তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। তিনি শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ—তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে (তাহার অনুগ্রহ দ্বারা) ভূষিত করেন এবং আল্লাহ মহান অনুগ্রহের প্রভু।" (সুরা জুমা ঃ ১ম রুকু)।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব, তাঁর কার্যাবলী এবং তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অর্থে বুরুজী এবং রূপকভাবে অন্য এক যুগে এমন সকল লোকদের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হবেন যারা পরবর্তীতে আসবেন। তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাবের বিষয়টি আপাতঃ দৃষ্টিতে যেমন রহস্যমণ্ডিত, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টির প্রতি সমসাময়িক সাহাবীদেরও বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এ সম্বন্ধে বোখারী ও মেশকাতে নিম্নোক্ত বর্ণনা রয়েছে ঃ

"হযরত আবু হোরায়রা বলেছেন ঃ আমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। সুরা জুময়ার মধ্যে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াত নাযেল হলো। রসুল করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ "হে আল্লাহর রসুল, তাহারা কে (যাহারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয় নাই)?" রসুল করীম (সাঃ) নিরব থাকলেন—এমনকি প্রশ্নটি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁর উপর হাত রেখে বললেন ঃ 'লাও কানাল ঈমান মুয়াল্লাকান ইনদাস সুরাইয়া লানালাহু রেজালুন আও রাজুলুন মিন হা-উলায়ে' অর্থাৎ ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলে গেলেও তাহাদের (অর্থাৎ পারশ্য-বাসীদের) বংশোদ্ভূত এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান থেকে উহাকে (ঈমানকে) নামাইয়া আনবে।" (বুখারী-কেতাবুত তফসীর ও মেশকাত)।

সুরা জুময়ার উপরোক্ত আয়াত এবং উহার সমর্থনে ও ব্যাখ্যায় বর্ণিত হাদিসের আলোকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মদী উম্মতের মধ্য হতে আখেরী যুগে এমন কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যাঁর মোকাম ও মর্যাদা এবং কার্যাবলীর সংগে ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের পরিকল্পনা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতের আলোকে ও প্রামাণ্য হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের তথ্যাবলী হতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সুরা জুময়ায় যে মহাপুরুষকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বুরুজ বা দ্বিতীয় আগমন হিসেবে রূপকের ভাষায় আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং হাদীসে যাঁর আবির্ভাবের লক্ষণ হিসেবে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা আকাশে উঠে যাবে (অর্থাৎ অন্তর্হিত হয়ে যাবে) বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তিনি হাদীসের গ্রন্থাবলীতে 'মাহদী ও মসীহ মাওউদ,' খৃষ্টধর্মে 'মনুষ্য-পুত্র মসীহ', হিন্দুধর্মে 'কল্কি অবতার', বৌদ্ধ ধর্মে 'বুদ্ধ মৈত্রেয়' এবং প্রাচীন পার্শী-ধর্মে 'সুস্যান' বা মসিদর বহরমী' বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। ফলতঃ বর্তমান যুগের জন্য সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)।

আজকের জটিল বিশ্ব-পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান সত্যিকারভাবে ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং সেই সমাধানকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর করতে হলে সর্বাগ্রে সুরা জুময়ায় বর্ণিত উরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি মহান পরিকল্পনা যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো শান্তিপূর্ণ পথে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান যুগে আল্লাহতায়ালার ফজলে আহমদীয়া জামাত এমন একটি রুহানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুসংগঠিত হয়েছে যা সাফল্যজনক ভাবে কাজ করে চলেছে। এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পারশ্য বংশোদ্ভূত এবং মাতার দিক দিয়ে ফাতেমী বংশীয় বলে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। তাঁর আগমন হয়েছে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন মুসলিম সমাজ হয়েছিল শতধাবিভক্ত এবং সর্বস্তরে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শের অভাব হয়েছিল তীব্রভাবে অনুভূত। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর আরব্ধ প্রচার মূলক কার্যাবলী তাঁর সুযোগ্য খলিফাগণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যাঁদের মধ্যে কারো কারো পূর্ব-পুরুষ পারশ্য বংশোদ্ভূত হওয়ায় উপরোক্ত হাদীস অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আহমদীয়া জামাত যুক্তি-জ্ঞান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং ঐশী নিদর্শনাবলীর ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিক ধারায় সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। কতিপয় সংকীর্ণমনা বিরুদ্ধবাদীদের সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন, অকথ্য অত্যাচার-অবিচারের কণ্টাকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের তথা শান্তির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার্থে ইসলামের প্রচার-কার্য পরিচালিত হচ্ছে দেশে-দেশান্তরে। বর্তমানে ১০৫টি দেশে সুসংগঠিতভাবে এই প্রচার কার্য চলছে।

(ক্রমশঃ)

— মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

বন্দুক নয় কলমই শক্তিশালী

[শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরণের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যে—তরবারী বেশী শক্তিশালী না কলম। এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ খান আব্দুল গাফফার খান সাহেব ১৯২৫ইং সনে জেলখানায় অন্তরীণ থাকা কালে উল্লিখিত বিষয়ে আলোকপাত করে একধিক পত্র লিখেন। দৈনিক জংগ পত্রিকা, ২৪শে আগষ্ট, ১৯৫৮ইং উহা প্রকাশ করে। পাঠকবর্গের উপকারার্থে এবং বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক বলে আমরা পত্রটির অংশবিশেষ অনুবাদসহ পেশ করছি।]

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

কেন্দ্রীয় কারাগার, আহমদাবাদ। তাং ঃ ২৮-৬-১৯২৫ইং। আমার ধারণা ছিল সম্মেলনে সাক্ষাৎ হবে, কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেহই আসেননি... ... ... এখানে তো আজও শ্রেণী-বৈষম্য বিরাজমান। এবং আমরা যা কিছু করার প্রয়াস পাই, তা শ্রেণীবিশেষের জন্য নয় বরং খোদাতায়ালার সকল বান্দাদের উপকারার্থেই করে থাকি। আমরা তো প্রত্যেক অত্যাচারিত মজলুমের পাশে রয়েছি ; তাদেরই কল্যাণে আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত। সে মুসলমানই হোক বা শিখ হোক বা খ্রীষ্টানই হোক না কেন! প্রকৃতই যদি আমরা 'খোদায়ী খেদমত-গার' হতে সক্ষম হই তবে আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী হবেন এবং আমরা শীঘ্রই সফলতা লাভ করবো। অকৃতকার্য হবে তারা, যারা সার্থোদ্ধারের জন্য দুশমনের ইঙ্গিতে দেশ ও জাতির মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও বিভেদের বিষ ছড়ায়। আমাদের হিন্দু ও শিখ ভাইয়েরা যদি দেখে যে আমরা তাদের মঙ্গলাকাঙ্খী তবে অবশ্যই তারা আমাদের প্রতি আস্থাশীল হবে। এখন তাদের আস্থা অর্জনের দায়িত্বটি আমাদের স্থানীয় কর্মীগণের উপর বর্তায়। তবে বাগাড়ম্বর দ্বারা নয় বরং কার্যের দ্বারা। যদি জনগণ আমাদের সাথে মন্দ আচরণ করে তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের সাথে নেক আচরণ করব। যদি কেহ আমাদের সাথে মন্দ আচরণ করে এবং আমরাও পাল্টা তার সাথে বিরূপ আচরণই করি তবে তার আর আমাদের মাঝে পার্থক্য রইল কোথায় ? যেমনি মন্দ সে তেমনি আমরাও মন্দ। কিন্তু উত্তম ব্যক্তি সে, যার সাথে লোকে মন্দ আচরণ করলেও সে মন্দ আচরণকারীর সাথে পাল্টা নেক আচরণই করে। এবং কেবল অমন ব্যক্তিকেই প্রকৃতভাবে 'খোদায়ী খেদমতগার' বলে আখ্যায়িত করা যায়। 'মখলুকের' খেদমত তথা সৃষ্ট-জীবের কল্যাণ সাধন করার পথে খোদা-লাভ সম্ভব। এবং তাঁর সৃষ্টির সন্তুষ্টি বিধান করে তাঁরও সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। 'কোয়েটার' পরিস্থিতি উপলব্ধি করুন। এ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কোয়েটায় যে ক্ষতি সাধিত হল তা বস্তুতঃ দুনিয়াপরস্তিরই পরিণাম। কিছুদিন ধরে আমার ইচ্ছা করছে যে, জনাব আব্দুল্লাহ খান সাহেবেরতো বন্দুক পরিত্যাগ করতে অনীহা তাই তাকে এবার আমার নিজের কলমটি পাঠাই। আজ পাকতুনদের জন্য বন্দুকের প্রয়োজন নেই বরং কলমের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা আমাদের দেশের স্বাধীনতা বন্দুকের মাধ্যমে নয় কলমের জোরে অর্জিত হবে। আমি আশা করি এই কলম প্রাপ্তির পর তার কিছু না কিছু আশার সঞ্চার হবে। ..... আমি সকল খোদায়ী খেদমতগারদের জন্য দোওয়া করি এবং আমার জন্য দোওয়া করুন, যেন উক্ত উদ্দেশ্যাবলী কার্যকর করার তৌফিক আল্লাহতায়ালা দান করেন এবং তাঁর সৃষ্টজীবের মঙ্গল সাধনে যেন সক্ষম হই।... ...

আপনাদের ভাই—আবদুল গাফফার খান।

(মাসিক তাহরীকে জদীদ, নভেম্বর, '৮৫ থেকে উদ্ধৃত)

জনগণের মঙ্গল ও কল্যাণে নিয়োজিত সমাজসেবীদের জন্য এতে শিক্ষণীয় উজ্জ্বল দিক-নির্দেশ রয়েছে। আমরা আশাকরি জনহিত সাধনের প্রকৃত আকাংক্ষা যারা রাখেন, তারা এথেকে ফায়দা হাসিল করবেন।

অনুবাদ ও সংকলন : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষে মজলিসে আনসারুল্লাহ মরকজিয়ার মোহতারম সদর সাহেবের

পয়গাম

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সদস্যবৃন্দ,

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

আমি জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, আগামী ১৩ ও ১৪ই ডিসেম্বর '৮৫ ঢাকার বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ তার অষ্টম বার্ষিক ইজতেমা পালন করিতে যাইতেছে। আল্লাহতায়ালা সকল যোগদানকারী আনসারুল্লাহর সদস্যকে এই ইজতেমার সহিত জড়িত বরকত ও ফযলসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে দান করুন—আমীন।

আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের বিশ্ববিজয় একটি অটল সত্য এবং ইহা একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। এই তকদীরে ইলাহী পৃথিবীর সকল তদবীরের উপরে জয়যুক্ত হইবেই। কিন্তু এই তকদীরের কতগুলি শর্ত আছে যাহা আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে দৃষ্টিগোচরে রাখিতে হইবে। ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম অধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল তবলীগ। যাহার দিকে আমি আমার সকল ভাইদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তবলীগ প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ফরজ এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইহাকে যেহাদে আকবর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে তবলীগ করা উচিত এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সম্মিলিতভাবে উহা বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

ইহা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মজলিস পর্যায়ে তবলীগ দিবস উদযাপন, মজলিসে মোজাকেরা অনুষ্ঠান করা এবং জামাতের পুস্তকাদি বিতরণ এক শক্তিশালী মাধ্যম। যতদূর ব্যক্তিগত তবলীগের সম্পর্ক রহিয়াছে ইহার জন্য সকলকেই সময়ের কোরবানী দেওয়া উচিত। দিন নির্ধারণ করিয়া সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিন 'যে আমি ঐ দিন আল্লাহতায়ালার জন্য ওয়াকফ করিলাম' সেই দিন অলি-গলি গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে ফিরিয়া জামাতের নেযামের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করিয়া গয়ের আহমদীদের মধ্যে, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এবং বিশেষ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে পুস্তকাদি বিতরণের মাধ্যমে তবলীগ করা প্রয়োজন।

স্মরণ রাখিবেন, তবলীগের কাজ বড় আনন্দদায়ক। তবলীগের ফলে নিজের মধ্যেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্যদেরকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করা অর্ধেক ঈমান তুল্য।

আজকে পৃথিবীর বুকে শুধুমাত্র আহমদীয়াতকেই আল্লাহতায়ালা ইসলামের সত্যতাকে মানাইয়া নেওয়ার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। যেখানে এবং যখনই যে কোন আহমদী এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি আহমদীয়াতকে জীবন্ত পাইয়াছেন।

অতএব ইহার সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য সমগ্র পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহতায়ালা চাহেন যে, আহমদীরাই সেই জাতি হইবে, তাহাদের আশিষ ও বরকত হইতে পরবর্তীরা অংশ পাইবে, যাহা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিবে।

সুতরং আমাদের জন্য যখন আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ইহাই, তখন আমাদের উচিত যে, আমরা আমাদের নিজস্ব সত্তার অংগ-প্রত্যংগকে তবলীগে ইসলামের ক্ষেত্রে নিয়োজিত করি এবং অন্যদেরকে ইসলাম ও আহমদীয়াতে সামিল করিবার জন্য তৎপর হইয়া যাই। ইহাতেই আমাদের ও তাহাদের এবং আহমদীয়াতের জীবন রহিয়াছে এবং ইহারই মধ্যে ইসলামের গৌরব। আমাদের প্রিয় ইমাম আমাদের নিকট ইহাই চাহিতেছেন।

"হে খোদা আমাদের সবাইকে মনে-প্রাণে এই কর্তব্য পালনে তওফিক দান কর—আমীন!

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকল ভাইদের, সকল আত্মীয়-স্বজনের হাফেজ ও নাসের হউন—রূহানী ও পার্থিব নেয়ামতে ভূষিত করুন এবং নিজের রেযা ও ভালবাসা দ্বারা সম্মানিত করুন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

চৌধুরী হামিদুল্লাহ

সদর

মজলিসে আনসারুল্লাহ মরকজিয়া

১৪-১১-১৯৮৫

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত তারিখ অনুযায়ী বিভাগীয় পর্যায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবীয়তি ক্লাশ ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে। ইনশাআল্লাহ।

(ক) ঢাকা বিভাগ: তাং—আগামী ৩রা জানুয়ারী ১৯৮৬ইং হইতে ১০ই জানুয়ারী ১৯৮৬ইং। স্থান—৪ নং. বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

(খ) চট্টগ্রাম বিভাগ: তাং—আগামী ১০ই জানুয়ারী ১৯৮৬ইং হইতে ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮৬ ইং। স্থান—মসজিদ মুবারক, আহমদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

(গ) খুলনা বিভাগ: তাং—১০ই জানুয়ারী, ১৯৮৬ইং হইতে ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৬ইং। স্থান—সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

সংশ্লিষ্ট এলাকার কায়েদ সাহেবানদের নিজ নিজ মজলিস থেকে অধিক সংখ্যক খোদ্দাম-আতফাল উক্ত ক্লাশে যোগদান করানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। অভিভাবক মহোদয়গণকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানাইতেছি।

সকলের নিকট ক্লাশ ও ইজতেমার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য দোওয়ার আরজ।

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ

সংবাদ ঃ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর দুই দিন ব্যাপী ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্য ও রুহানী পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে অত্যন্ত সফলতার সাথে জিকরে ইলাহি দোয়া, ও রুহানী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ২ দিন ব্যাপী অষ্টম বার্ষিক ইজতেমা গত ১৩ ও ১৪ই ডিসেম্বর '৮৫ ঢাকায় দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়েছে--আল-হামদুলিল্লাহ।

১৩ই ডিসেম্বর '৮৫ রোজ শুক্রবার বাদ জুমা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সুপ্রশস্ত হলরুমে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের-সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। সদর মুরুব্বী মাওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেবের তেলাওয়াতে কোরআন মজিদ-এর পর বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নাযেমে আলা ডাঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব আহাদ পাঠ করান। ইজতেমায়ী দোয়া করান মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব মাজহারুল হক সাহেব।

উদ্বোধনী ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে আনসারুল্লাহর প্রত্যেক সদস্যকে জামাতের মাথা বলে আখ্যায়িত করেন এবং শরীরের মধ্যে মাথাই হচ্ছে প্রধান। মাথা অসুস্থ হলে যেমন শরীরে নানা প্রকার ব্যধির সৃষ্টি হয় তেমনি আনসারুল্লাহর সদস্যরা যদি প্রকৃতভাবে সব কাজে এগিয়ে না আসে তাহলে জামাতের মধ্যে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণের পর মোহতারম নাযেমে আলা সাহেব ইজতেমায় আগত আনসারুল্লাহ সদস্যদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি আনসারুল্লাহ মরকজিয়ার মোহতারম সদর সাহেবের ইজতেমা উপলক্ষে প্রেরিত উর্দু পয়গাম পাঠ করে শুনান। ইতিমধ্যে উহার বাংলা অনুবাদকৃত ছাপানো পয়গাম উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পয়গামে মোহতরম সদর সাহেব 'দাওয়াত ইলাল্লাহর' উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মসূচী অনুযায়ী ইজতেমা কমিটির সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেব সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন তিনি মজলিসের এডিশনাল মোতামাদ হিসাবে ১৯৮৫ সনের মজলিসের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন। জনাব শামছুর রহমান সাহেব মোতামাদ মাল আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন। এর পরেই শুরার জন্য দু'টি সাব-কমিটি গঠিত হয় - অনুষ্ঠানের শেষে মোতামাদ জেয়ানাত ও সেহত ও জিসমানি জনাব শেখ আহমদ গনি খেলাধুলার জন্য সকলকে মাঠে নিয়ে যান।

বাজামাত মাগরেব ও এশার নামায জমা করে পড়ার পর দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করে শুনান মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব। তিনি নযমও পাঠ করেন। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মজলিসের নাযেমে আলা আল-হাজ্ব ডাঃ অব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব। সিরাতে হযরত খাতমান্নাবীয়িন (সাঃ) জামাতের পরীক্ষা ও ইস্তেকামাত, খেলাফতে রাবেয়া ও আহমদীয়াতের অগ্রগতি, ও প্রতিশ্রুত ঈসা ও ইমাম মাহদী (আঃ) অভিন্ন ব্যক্তিত্ব—বিষয়গুলির উপর যথাক্রমে জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব, প্রফেসার জামেয়া আহমদীয়া, জনাব নজির আহমদ ভূইয়া সাহেব, মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব অত্যন্ত ঈমানবর্ধক ভাষণ দান করেন।

রাতের খাওয়ার পর ভি,সি,আর-এর সাহায্যে লণ্ডন টেলিভিশন কর্তৃক পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতনের প্রামাণ্য চিত্র ভি,ডি, ও ক্যাসেটে প্রদর্শন করা হয়।

শনিবার ১৪ই ডিসেম্বর ভোর রাত ৪-৩০ টায় বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় এবং বাজামাত ফজর, দরসে কোরআন, দরসে হাদীস ও দরসে মালফুজাতের পর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর তাত্ত্বিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে জনাব শেখ আহমদ গনী সাহেব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যায়াম শিক্ষা দান করেন।

সকাল ৯-৩০টায় দিনের প্রথম এবং কর্মসূচীর চতুর্থ অধিবেশন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র তেলাওয়াতে কোরআন ও নযম পাঠের পর অধ্যাপক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব 'আনসারউল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য', সদর মুরব্বী মাওলানা আহামদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, 'তায়াল্লোক বিল্লাহ ও উহা অর্জনের উপায়', জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' তাহরিক বাস্তবায়নে আনসারউল্লার দায়িত্ব, আল হজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, 'কু-আনফুসাকুম ওয়া আহালিকুম নারা' এর আলোকে আনসারুল্লাহর দায়িত্ব বিষয়ের উপর অত্যন্ত মূল্যবান, জ্ঞানগর্ভ-ইসলাহ ও আত্ম-সংশোধনমূলক ভাষণ দান করেন। এর পর মজলিসে শুরার সাব-কমিটিদ্বয় তাদের সুপারিশসমূহ সাধারণ আলোচনায় পেশ করার পর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও নায়েব সদর মূলক এবং নাযেমে আলা সাহেবের সম্মতিক্রমে আংশিক পরিবর্তন করে সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় এবং অর্থ বিষয়ক সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ হাত তুলে সম্মতি প্রদানের পর গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, সাধারণ সাব-কমিটির কনভেনর ছিলেন আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবং অর্থ বিষয়ক সাব-কমিটির কনভেনর ছিলেন জনাব এ, কে রেজাউল করীম সাহেব।

বাজামাত নামায জোহর ও আছর বাদ দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা শুরু হয়। নযম পাঠের পর জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব সংগঠন ও মালী কুরবানীর গুরুত্ব, অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন খাদেম সাহেব এতায়াতে নেযাম বিষয়ের উপর অত্যন্ত মূল্যবান ভাষণ দান করেন। অতঃপর উর্দু বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতায় আনসারুল্লাহর ১০জন সদস্য অংশ গ্রহন করে আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব প্রথম, মাওলানা আব্দুল লতিফ সাহেব দ্বিতীয় ও জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বাজামাত নামাজ মাগরেব ও এশার পর সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী সভা মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কোরআন মজিদ ও নযম পাঠের পর সদর মোয়াল্লেম মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব খেলাফতের গুরুত্ব, মোহতারম নাযেমে আলা ডাঃ অব্দুস সামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব নামাযের গুরুত্ব, জনাব মাজহারুল হক সাহেব রসুম ও রেওয়াজের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি জনাব নজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব শোকরিয়া জ্ঞাপন অতঃপর আহাদ পাঠ ও ইজতেমায়ী দোয়ার পর ২ দিন ব্যাপী অষ্টম বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষিত হয়।

সমাপ্তি ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুজুর (আইঃ) কর্তৃক দাওয়াতে ইলাল্লাহ তাহরিকে সকল আনসার সাহেবদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং হুজুরের নিরাপত্তা ও বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াত তথা ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া জারী রাখতে আহ্বান জানান।

এর আগে ইজতেমার উদ্বোধনী দিনে বাদ জুমায় এ বছর যে সকল আনসারুল্লাহর সদস্য ইন্তেকাল করেন তাদের তালিকা পাঠ করে তাদের নামাযে গায়েব জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। নামাযে জানাযায় ইমামতী করেন সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

এবারের ইজতেমায় আল্লাহতায়ালার ফজলে ৩১টি মজলিস হতে ১৪৫ জন আনসার ৯ জন জেরে তবলীগ বন্ধুসহ যোগদান করেন। দুইজন ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। আল-হামদুলিল্লাহ।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি '৮৫

"এশিয়ান টাইমস" এ
পাকিস্তানী আদালতের একটি সাহসিকতাপূর্ণ চমৎকার রায়

[লণ্ডন থেকে বহুল প্রচারিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পত্রিকা 'এশিয়ান টাইমস'-এর ২৯শে ডিসেম্বর '৮৫ তারিখের সংখ্যায় পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি আদালতের ঐতিহাসিক ও সাহসিকতাপূর্ণ রায় প্রকাশিত হয়, যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

কলেমা তৈয়াবের প্রেমিক ও হেফাজতকারী ঐ সকল নিরপরাধ আহমদী, যাদেরকে পাকিস্তানের বর্তমান সরকার কর্তৃক জারীকৃত আহমদী বিরোধী অর্ডিন্যান্সকে ভিত্তি করে কিছুকাল পূর্বে কলেমা তৈয়ব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"-এর পবিত্র ব্যাজ ধারণের 'অপরাধে' গ্রেফতার করে হাজতে দেয়া হয়েছিল তাদের সকলকে সম্প্রতি সিন্ধু উমরকোটের আদালতের বিজ্ঞ বিচারক নির্দোষ সাব্যস্ত করে কারামুক্ত করার আদেশ দান করেছেন। বিচারক আলহাজ্ব আবদুল্লাহ লাহুতী পাকিস্তানের বর্তমান স্বৈরাচার পূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আইনের ক্ষেত্রে আদল ও ইনসাফ ভিত্তিক ন্যায় নিষ্ঠ রায় প্রদান করে পরম সৎ সাহস ও ঈমানী বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্য আল্লাহতায়ালা তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং পাকিস্তান তথা বিশ্বের অন্যান্য সকল ক্ষমতাবান ব্যক্তি-দেরকেও তাঁর নেক নমুনা ও প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত থেকে সবক গ্রহণের তওফিক দিন। উক্ত উদ্ধৃত রায়টিতে ইহাও প্রকাশ করা হয় যে, কলেমা তৈয়াবের ব্যাজ ধারণের জন্য এ পর্যন্ত পাকি-স্তানে পাঁচশ' আহমদীকে গ্রেফতার করা হয়। সংকলক :- **আহমদ সাদেক মাহমুদ**]

Sind court judge sets Ahmadis free

Haji Abdullah Lahooty, a Civil gudge of Umarkot, SInd in Pakistan recently gave a verdict in the famous Kalima badge case, in which many members of the Ahmadi group of Islam were invloved.

According to the prosecution, members of the Ahmadi religion group were seen with plastic badges on their shirts on which Kalima Tayyaba, La Ilaha Illallahu Muhammadur Rasoolullah, i. e. there is no worthy of worship except Allah, Muhammed is the mesenger of Allah, was inscribed.

These, said the prosecution, injured the feelings of Muslims. Members of the Ahmadi sect in Islam were arrested and brought before the regime's military court.

A section of the so-called ordinance of 1984 brought in by the Zia regime to further persecute members of the religious group reads "Any person of the Qadiani or the Lahori group (who call themselves Ahmadis or by any other name) who directly or indirectly poses himself as a Muslim, or calls, or refers to his faith as Islam, or preaches or propagates his faith or invites others to accept his faith by words, either spoken or written, or by

visible reprsentation or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may exceed to three years and shall also be liable to fine."

According to the court the prosecution could not prove the charges against the accused.

"The sentiments of Muslims are not so weak that if they see Kalima Tayyaba badges on Qadianis, their religious feelings are injured. The ordinance prohibits Qadianis to certain particular actions, but displaying Kalima badges on shirts by Qadianis was not restricted, and it is well discussed law that a thing not prohibited is deemed to be allowed," remarked Judge.

"If a Qadiani purchases a copy of the holy Qur'an from Taj Company shop, and proceed to his own house while seen by the Muslims on the way, he has committed no offence under this section as even a Hindu can purchase a copy of the Holy Qur'an for reading knowledge," the judge said.

He further added : If in such a way, citizens of Pakistan, belonging to any religion, are harassed by police, it will damage the preachings and purposes of Islam, and the people of other religions will not even touch Islam. The general principle of law which has been recongised with emphasis even by Shariat (Muslim religious law) is that everyone has a right to follow the religion of his own liking and is at liberty to worship according to the dictates of his own conscience without being guided or governed in this respect by persons following a different religion."

The judge found the charges against the accused as groundless and in the interest of justice acquitted all the Ahmadis.

— **Asian Times, Friday, 29th November 1985**

'এসেম্বলী অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ান্স' (আমেরিকা)-এ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব

'ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়ান্স ফাউণ্ডেশন' (আমেরিকা)-এর ব্যবস্থাধীন বিগত ১৫ই থেকে ২১শে নভেম্বর '৮৫ইং সাত দিনব্যাপী নিউজার্সির MACFAEE মোকামে 'এসেম্বলী অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স'-এর অধিবেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ৮৫টি দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ৬৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ব্যবস্থাপকদের আমন্ত্রণক্রমে লণ্ডনস্থ মসজিদ-ফজলের ইমাম মৌলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব উহাতে অংশগ্রহণ করেন এবং "Poverty and Human Rights" শীর্ষক বিষয়ে নিবন্ধ পেশ করেন। তিনি ঐ সুযোগে বহু প্রতিনিধিকে আহমদীয়াত সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত জুলুম অত্যাচার সম্বন্ধেও তাদিগকে অবগত করান এবং সেই সঙ্গে বই-পুস্তকও দেন। তিনি সেখানে ১৪ই নভেম্বর থেকে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায় অবস্থানকালে নিউইয়ার্ক, ফিলাডিলফিয়া, ডেট্রাইট ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানেও জামাতী অনুষ্ঠান সমূহে যোগদান করেন। (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' হতে সংকলিত)

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

অধ্যাপক সালাম ৭ই জানুয়ারী ঢাকা আসবেন

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালাম বাংলাদেশে দু'দিনের সফরে আগামী ৭ই জানুয়ারী ঢাকা আসবেন। তিনি বাংলাদেশ সাইন্স একাডেমীর আমন্ত্রণে এই সফরে আসছেন। ঐ দিন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মিলনায়তনে এ বছর স্বর্ণপদক প্রাপ্ত দেশের তিনজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে তাদের গবেষণার অবদানের জন্য সাইন্স একাডেমীর নির্ধারিত পুরস্কার তিনি বিতরণ করবেন। অধ্যাপক আবদুস সালাম ইতালিস্থ ত্রিয়েস্তের ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টা ফর থিউরিটিক্যাল ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।

উল্লেখ্য যে, তিনি একজন বিশিষ্ট আহমদী মুসলমান।

প্রফেসর সালাম সাহেবের সাইন্স ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থা (OIC,-র ৫ কোটী ডলার মঞ্জুরী প্রদান

জেদ্দা (জংগ, বৈদেশিক বিষয়ক প্রতিনিধি) ঃ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিক ডঃ আবদুস সালাম ইসলামী দেশসমূহে বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধনের জন্য ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত করবেন। ইসলামী রাষ্ট্র সমূহের বিজ্ঞানীরা যাতে সহজ-সাধ্য উপায়ে গবেষণা কার্যে ব্রতী হতে পারেন তজ্জন্যই প্রফেসর সালাম সাহেব এই উদ্যোগ নিয়েছেন। GULF TIMES-এর সাথে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ডঃ সালাম সাহেব বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র সমূহে বিজ্ঞা -চর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদিগের যথাযথ সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব-সহকারে বিবেচিত হচ্ছে না। ইতালীর TRITSEE তে অবস্থিত INTERNATIONAL INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যায় এখানে ১,০০০ বিজ্ঞানী শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ লাভ করে থাকেন। ডঃ সালাম সাহেবের এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY এবং UNESCO এরও যোগাযোগ রয়েছে। ডঃ সালাম সাহেব GULF TIMES-এর প্রতিনিধিকে জানান যে প্রস্তাবিত SCINCE FOUNDATION-টি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে। উহা মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের বিজ্ঞানীগণ পরিচালনা করবেন। এবং ইসলামী কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনার সাথে ইহাকে সংযুক্ত রাখা হবে।

প্রফেসর সালাম সাহেব এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, প্রস্তাবিত ফাউণ্ডেশনের জন্য যেখানে ১০০ কোটি ডলারের প্রয়োজন সেখানে কিনা ইসলামী কনফারেন্স মাত্র ৫ কোটী ডলার মঞ্জুর করেছে।

(দৈনিক জংগ, ৫ই আগষ্ট, '৮৫ থেকে উদ্ধৃত)

অনুবাদ ও সংকলন ঃ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

শুভ সংবাদ

বিশ্ব কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদর মোহতারম মাহমুদ আহমদ সাহেবের মেয়াদ বৃদ্ধি ঃ

মোহতারম মৌলানা মাহ্‌মুদ আহমদ (বাঙ্গালী) সাহেবকে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) আরও দুই বৎসরের জন্য বিশ্ব কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সদর হিসাবে মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন প্রদান করেছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে উত্তমরূপে তাঁহার দায়িত্বাবলী সম্পাদনের তৌফিক দিন। আমীন!

শুভ বিবাহ

গত ২০শে ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার বাদ জুমা' বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব অধ্যাপক জামেয়া আহমদীয়া (রাবওয়া, পাকিস্তান)-র সহিত চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব বদর উদ্দিন সাহেব (মন্টু বাবু)-এর কন্যা মুসাম্মাৎ আস্‌মা খানমের শুভ বিবাহ ১২২৪১ (বার হাজার দুইশত একচল্লিশ) টাকা মোহরানায় সম্পন্ন হয়। বিবাহটি সর্বোতভাবে বা বরকত হওয়ার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত ঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঘাটুরা ঃ বিগত ২৯শে নভেম্বর ঘাটুরা আহমদীয়া যুব সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার বাদ জুমা অত্যন্ত সুশৃংখল ও সুসজ্জিত মনোরম পরিবেশে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল জাহেব হাজারী সাহেব। সভায় হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত জোড়ালো বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব সদর মুরব্বী (প্রাক্তন), মজিবুর রহমান লস্কর, শেখ আবদুল আলী সাহেব, মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব সদর মোয়াল্লেম। সভার সমাপ্তি লগ্নে ইজতেমায়ী দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

সুন্দরবন ঃ গত ২৮শে নভেম্বর সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহমদীয়া মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে সিরাতুননবী দিবস উদযাপিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামাতের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট জনাব মতিউর রহমান সাহেব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস এম, রেজাউল করীম সাহেব। ঈদে-মিলাদুন নবী বাংলা নজম পাঠ করেন জনাব আবদুল মান্নান গাজী। উর্দু নজম পাঠ করেন মোঃ রইসউজ্জামান। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোওয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। অতঃপর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করেন যথাক্রমে মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, আবদুস সাদেক, রেজাউল করিম, আবু মোসলেম, আবু সৈয়দ গাজী, শেখ ছফের উদ্দিন আহমদ ও আবু কাওছার সাহেবান।

সমাপ্তি ভাষণ দান করেন সভাপতি জনাব মুতিয়ার রহমান সাহেব। সুন্দরবন জামাতের সকল সদস্য ও কিছু সংখ্যক গয়ের আহমদী ভ্রাতা সভায় যোগদান করেন। ইজতেমায়ী দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নাসেরাবাদ (কুষ্টিয়া) ঃ স্থানীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৬শে নভেম্বর (১৯৮৫) যথাযোগ্য মর্য্যাদায় সিরাতুননবী (সাঃ) দিবস প্রতিপালিত হয়। জেলা কায়েদ জনাব মজিবুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে শুরুতেই কোরআন তেলাওয়াত করেন মোহাঃ মিজানুর রহমান সাহেব। নজম পাঠ করেন জনাব এ, এইচ, এম, জহির উদ্দীন সাহেব। অতঃপর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর জীবনাদর্শ ও অবদান শীর্ষক আলোচনা করেন যথাক্রমে মোহাঃ আবুল হোসেন সাহেব ও জনাব এ,এইচ,এম, জহির উদ্দিন সাহেব। সভাপতির ভাষণে জেলা কায়েদ সাহেব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা করেন। হৃদয় স্পর্শী ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে মিষ্টি বিতরণ করে সভা শেষ করা হয়।

ক্রোড়া (আখাউড়া) ঃ জামাতেও অনুরূপ সিরাতুননবী (সাঃ) দিবস পালন করার খবর পাওয়া গিয়াছে।

কটিয়াদী ঃ বগত ২৬-১১-৮৫ইং তারিখে কটিয়াদী আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার উদ্যোগে বৈরাগীর চরে হাফেজ আবদুল মান্নান সাহেবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে এক বিরাট সিরাতুন নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় প্রভাবশালী অ-আহমদী ভ্রাতা ভূত-পূর্ব হাবিলদার ও প্রাক্তন মেম্বার জনাব আবদুস সালাম সাহেব। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)–এর আগমন, খাতামান নাবীয়িন-এর প্রকৃত তাৎপর্য ও ব্যাখ্যাসহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর উচ্চ মর্য্যাদা ও বর্তমান যুগের হাল-হকিকত ইত্যাদি বিষয়ের উপর সারগর্ভ

বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব মৌলভী তছলিম উদ্দিন সাহেব, মোঃ আবদুর রহমান সাহেব, মোয়াল্লেম, মোঃ সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব ও হাফেজ মোঃ সেকান্দর আলী সাহেব। সভাপতির ভাষণে জনাব আবদুস ছালাম সাহেব বলেন, "জীবনে বহু মিলাদ শুনেছি কিন্তু এত প্রাঞ্জল ভাষায় সিরাতুন নবী শুনি নাই" বলে মন্তব্য করেন। সভার শ্রোতামণ্ডলী সভা আরও চালানোর অনুরোধ সত্যেও আগামীতে পুনরায় সভা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ ঃ ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং বাদ আসর মিশন পাড়ায় অবস্থিত আঞ্জুমানে আহমদীয়া মসজিদে কামীয়াবির সহিত সিরাতুন নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের সাহেবের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। নযম পাঠ করে শুনান জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ সাহেব এবং তিফল চৌধুরী মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম। অতঃপর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) -এর পবিত্র ও মহান সিরাতের বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব আনোয়ার আলী সাহেব হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব, সদর মুরুব্বী মওলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, জনাব এ,টি,এম, হক সাহেব, মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব, ন্যাশনাল নায়েব আমীর—২। সভাপতির ভাষনের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এ,টি,এম, শফিকুল ইসলাম সাহেব।

বগুড়া ঃ বিগত ২৬শে নভেম্বর '৮৫ বগুড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে 'সিরাতুন নবী দিবস" উদযাপন করা হয়। এই উপলে এক মহতী সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব রজিব উদ্দিন আহমদ সাহেব। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্থানীয় জামাতের বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশের স্থানীয় আরও আঞ্জুমান থেকে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ আসছে। স্থানাভাবে তা প্রকাশ করতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

তবলীগি দিবস

গত ২৫শে নভেম্বর বাদ মাগরিব নিউ সোনাতলা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে নিউ সোনাতলা জামাতের মসজিদ প্রাঙ্গণে এক বিরাট তবলিগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠ করা হয়। উক্ত তবলিগি সভায় ওফাতে ঈসা (আঃ), ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের নিদর্শনাবলী, খতমে নুবুয়ত, আহমদীয়া জামাতে দাখিলের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত বক্তাগণ অত্যন্ত জ্ঞান বর্দ্ধক বক্তৃতা দান করেন। উপস্থিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মোঃ হুসেন আহমদ সাহেব মোয়াল্লেম প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন সাহেব স্থানীয়জামাতের সেক্রেটারী জনাব আক্কেল আলী সাহেব। ঢাকা থেকে জনাব এ,টি,এম, হক সাহেব প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। চা-চক্র ও দোওয়ার মাধ্যমে রাত ১০ টায় সভা সমাপ্ত হয়।

সন্তান তওল্লদ

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ ইং মোতাবেক ৩০শে অগ্রায়ণ সোমবার সকাল ৯-৩০ মিনিটের সময় নারায়নগঞ্জ জামাতের জনাব নুরুল আলম সাহেবের ১ম কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করে। শিশুটি মরহুম মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ সাহেবের নাতনী।

জামাতের সকলের কাছে দোওয়ার আবেদন—আল্লাহতায়ালা নবজাতককে সুস্থ, দীর্ঘ-জীবি ও খাদেমায়ে-দ্বীন করুন।

সংবাদ সংকলন—

মোহাম্মদ আবদুল হাদী
ন্যাশনাল মোতামাদ

দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রিম কোর্টের রায়ঃ

"আহমদীরা মুসলিম এবং তাহারা মসজিদে নামাজ আদায়ের এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন হওয়ার অধিকার রাখে"

লণ্ডন (দৈনিক 'জংগ' প্রতিনিধি) ঃ তিন বৎসর স্থায়ী দীর্ঘ আইনগত লড়াই চলিবার পর দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রিম কোর্ট একজন ৫৮ বৎসর বয়স্ক ইসমাইল পিক্‌কে মুসলমান বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া নিজেদের রায়ে লিখিয়াছেন যে, সে (আহ্‌মদী) মুসলিম হিসাবে সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। সে 'লংগ ষ্ট্রীট'স্থ-মসজিদে নামায পড়িবর এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন হওয়ার অধিকার রাখে।

ইতিপূর্বে নিম্ন আদালত আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে রায় দিতে যাইয়া মুসলমানদের এই বক্তব্য স্বীকার করিয়াছিলেন যে আহমদীয়ারা অমুসলিম। (উল্লেখযোগ্য যে ঐ মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য পাকিস্তান হইতে বর্তমান ফৌজী সরকার কর্তৃক প্রেরিত কৌশুলী ও এক বিশেষ শ্রেণীর উলামার একটি দল সেখানে নিয়োজিত হইয়াছিল—অনুবাদক)। আহ্‌মদীয়া আঞ্জুমান ইশায়াতে-ইসলাম (লাহোর)-এর ইংল্যান্ড শাখা কেপটাউনের দুইটি পত্রিকা 'অর্গান্স' এবং 'কেপ টাইম'-এ প্রকাশিত উক্ত রায়ের বিস্তারিত বিবরণের নকল পাঠাইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রিম কোর্ট মোকদ্দমা শুনানী কালে 'মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল' (এম,জে,সি,) এবং অপর দুইজন বিবাদী মোকদ্দমা হইতে প্রত্যাহার অবলম্বন করিয়াছিল। বিবাদী পক্ষের উকিল মিঃ ডিসাই আদালতে এই দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, ধর্ম নিরপেক্ষ আদালত কোন ব্যক্তি মুসলমান কি না ইহার ফয়সালা দানের এখতিয়ার রাখে না। কিন্তু বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী বলেন যে, যখন নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠে, তখন আদালত কখনও এই ক্ষেত্রে দখলদান হইতে বিরত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা ইহার পক্ষে বিভিন্ন নজির পেশ করেন; সে গুলিতে আদালত মুসলমানদের বিষয়াবলীতে দখলদান করিয়াছেন।

বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী এম,জে,সি -কে হুকুম জারি করেন যে, তাহারা আহমদীয়া আন্দোলন এবং ইহার সদস্যদের বিরুদ্ধে মানহানিকর কোন বিষয় প্রকাশ করিতে পারিবেনা যাহাতে আহ্‌মদীদিগকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ও কাফের বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয় এবং যাহাতে ইহাও বলিতে পরিবেন না যে আহমদীরা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়াতে বিশ্বাসী নয় এবং আহ্‌মদীদের সহিত বিবাহ-শাদী নিষিদ্ধ।

আদালত হুকুম দেন যে, বিবাদীগণ বাদী পক্ষের (অর্থাৎ আহমদীদের) উকিলের ফিস, অন্যান্য যাবতীয় খরচ ও চারজন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যদান এবং অনুবাদক বা দোভাষীর খরচাদীও পরিশোধ করিবেন। আদালতে চারদিন ব্যাপী পাকিস্তানের হাফেজ শের মোহাম্মদ উর্দু ভাষায় সাক্ষ্য দান করেন এবং ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় তত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে আহ্‌মদীদের দৃষ্টি ভঙ্গী ও মতবাদ পেশ করেন, যাহা আদালত নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন।

বাদী পক্ষের সমর্থনে মিঃ এল, কিং ও সি, বি, হার্বার্ট এবং এম, আর, কিহান পেশ হন। জাষ্টিস উইমসান বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় দুইশত আহ্‌মদী বাস করেন।

(লণ্ডন হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'জংগ' ২রা ডিসেম্বর ১৯৮৫ইং সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের অনুবাদ)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং খোদাভীতি বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে এমনের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

("আইয়ামুস সুলেহ," পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar